Visva-Bharati Studies No. 9

মৈত্রী-সাধনা

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়
চীনভবন, বিশ্বভারতী

विश्व भारती

शान्ति निकेतन

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২১০, কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা
বিশ্বভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ কার্তিক, ১৩৪৭ সাল

মূল্য—আট আনা

মুদ্রাকর—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন

উৎসর্গ

॥ মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপখগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেত্তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥

"মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক, সর্পাদি সরীসৃপ, পক্ষী ও মক্ষিকাদি প্রাণীকে নিজ পুত্রবৎ দেখিবে। নিজ পুত্র এবং এই সমস্ত জীবজন্তুদের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু।"

প্রাচীন ভারতের এই বিরাট মৈত্রী—যাহা মানবজাতির গণ্ডি পার হইয়া সমস্ত জীবজগতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল—যাহা আমাদের মতো সাধারণ ব্যক্তির কল্পনা এবং বিশ্বাসের অতীত—তাহার নিদর্শন বর্তমান যুগে যাহার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, পশুপক্ষীকেও যিনি সন্তানের ন্যায় পালন করিতেন এবং পশুপক্ষিগণও যাঁহাকে পিতার ন্যায় আশ্রয় করিয়াছিল, সেই **৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর** মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে পরমশ্রদ্ধার সহিত **মৈত্রী-সাধনা** উৎসর্গ করিলাম।

দ্বিজেন্দ্রনাথ

বনের পাখী, শালিক, কাঠবিড়ালী, তাঁহার স্কন্ধে ও সমস্ত শরীরে অবাধে বিচরণ করিয়া ফিরিতেছে—আর কেহ উপস্থিত হইলেই তাহারা পলায়ন করিত। হিংসাবৃত্তিপরিবর্জিত দ্বিজেন্দ্রনাথের নিকট তাহাদের কোনো ভয় ছিল না। একবার একটা শালিক তাঁহার চোখের কোণে এরূপ দারুণ ভাবে ঠোক্‌রাইয়াছিল যে সেই চোখটা লইয়া তিনি কত কষ্ট পাইলেন, তবুও সেই পাখীটাকে কেহ কিছু বলিতে পারিল না।

শ্রীঅবনীনাথ রায়, (বঙ্গপ্রতিভা, পৃ, ৭৫।)

পশু, পাখী, কাঠবেড়ালী, কুকুর, বেড়াল, প্রভৃতির উপর তাঁহার কি প্রীতি। পাখীগুলি তাঁহার গায়ে আসিয়া বসিত, তাঁহার হাত হইতে খাইত। কাঠবেড়ালী তাঁহার কোলের উপর হইতে খাদ্য বাহির করিয়া খাইত। তাঁহাকে সঙ্কোচ করিত না। আমরা আসিলেই দৌড়িয়া পলাইত। শালিক পাখীগুলি তাঁহার টেবিলের উপর বসিয়া তাঁহার কলম চশমা লইয়া নাড়াচাড়া করিলে, তিনি তাহাদের সঙ্গে খেলায় যোগ দিতেন। পাখীদের জন্য তিনি কত ছড়াই বাঁধিয়াছিলেন। একবার একটা শালিকপাখী খেলা করিতে করিতে তাঁহার চোখে আঘাত করাতে তিনি কয়েক দিন কষ্ট পান। পশুপক্ষীর সঙ্গে তাঁহার মৈত্রীভাবের আর অন্ত ছিল না। কাজেই তাহাদের সব অত্যাচার তিনি সহিতেন। কখনও তাহাদিগকে তাড়াইতে দিতেন না।

* * কখনো কাহারও প্রতি তাঁহার কোনো বিদ্বেষ আমরা দেখি নাই। কাজেই তাঁহার প্রতিও কেহ বিদ্বেষ পোষণ করিতে পারিতেন না। সত্য সত্যই তিনি ছিলেন অজাতশত্রু।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, (প্রবাসী, চৈত্র, ১৩৩৬।)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ছোট বড়োর কোনো পার্থক্য আদৌ বুঝিতে পারিতেন না,—সে জগতের লোকই তিনি ছিলেন না। একবার কলিকাতার বাড়ীতে শীতের সময়ে এক ভৃত্য তাঁহার নিকট শৈত্যের অনুযোগ করিয়াছিল—তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের গায়ের বহুমূল্য শাল তাহাকে দিয়াছিলেন। *   *

কন্যাদায়গ্রস্ত এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পথিমধ্যে তাহার নিকট নিজের দুঃখের বার্তা জ্ঞাপন করিল। পকেট হাতড়াইয়া দিবার মত কিছু অর্থ না পাইয়া ঘোড়াশুদ্ধ গাড়ীখানাই ব্রাহ্মণকে দান করিয়া নিজে স্টেশন পর্যন্ত তিনি হাঁটিয়া আসিলেন।

শ্রীঅবনীনাথ রায়, (বঙ্গপ্রতিভা, পৃ, ৭৭।)

উদ্ধৃত-গ্রন্থ-বিবরণী

অথর্ববেদ—পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৮৯৫-৮ খ্রীস্টাব্দ।

আপস্তম্বসংহিতা—ঊনবিংশতিসংহিতান্তর্গত—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১০ সাল।

ঋগ্বেদ—অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার (Max Muller) সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৮৪৯-৭৪ খ্রীঃ।

গীতা—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংকলিত, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী, কলিকাতা।

ছান্দোগ্যোপনিষদ্—আনন্দাশ্রম, পুনা, ১৯১৩ খ্রীঃ।

ধম্মপদ—শ্রীচারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০৫ খ্রীঃ।

পাতঞ্জল যোগদর্শন—শ্রীমদ্ হরিহরানন্দ আরণ্য প্রণীত, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৮ খ্রীঃ।

বোধিচর্যাবতার—অধ্যাপক, লুই দলা ভালে পুসেঁ (Louis De La Vallée Poussin) সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৯০৩ খ্রীঃ।

ভাগবত—শ্রীনিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত, বৃন্দাবন, সংবৎ, ১৯৬০-৪।

মনুস্মৃতি—নির্ণয়সাগর প্রেস, বোম্বাই, ১৯২০ খ্রীঃ।

মহাভারত—মহারাজ প্রতাপচন্দ্র রায়, সি, আই, ই, কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা, শকাব্দ—১৮০৯-১১।

মহাযানসূত্রালংকার—অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি (Sylvain Lévi) সম্পাদিত, পারি, ১৯০৭ খ্রীঃ।

মৈত্রেয়োপনিষৎ বা মৈত্রেয়্যুপনিষৎ—The Minor Upanishads, edited by Dr. F. Otto Schrader, Adyar Library, Madras, 1912.

যজুর্বেদ—(বাজসনেয়-সংহিতা)—পণ্ডিত বাসুদেবলক্ষ্মণশাস্ত্রী পণশীকর সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯১২ খ্রীঃ।

যোগবাশিষ্ঠ—পণ্ডিত বাসুদেবলক্ষ্মণশাস্ত্রী পণশীকর সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯১৮ খ্রীঃ।

বিষ্ণুপুরাণ—পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩১৪ সাল।

বিসুদ্ধিমগ্গ—অধ্যাপক রাজ ডেভিড্স (C. A. F. Rhys Davids) সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯২০ খ্রীঃ।

শিক্ষাসমুচ্চয়—অধ্যাপক সিসিল বেণ্ডাল (Cecil Bendall) সম্পাদিত, সেণ্টপিটার্সবার্গ (St. Petersburg) ১৯০২ খ্রীঃ।

সুত্তনিপাত—মিঃ ডাইনস্ এণ্ডারসন ও মিঃ হেলমর্ স্মিথ (Dines Andersen and Helmer Smith) সম্পাদিত, লণ্ডন, ১৯১৩ খ্রীঃ।

হিতোপদেশ—পণ্ডিত নারায়ণ [illegible] ও বাসুদেবাচার্য সম্পাদিত, বোম্বাই, ১৯২৮ খ্রীঃ।

পূর্বাভাস

প্রাচীন ভারতে, বৈদিক ও বৌদ্ধ সাধকগণের মৈত্রী-সাধনার যে-পরিচয় আমরা সংস্কৃত সাহিত্যের ভিতর পাই—এই গ্রন্থে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বোঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'সাধনা' শব্দটি ভারতবাসীর নিকট অপরিচিত নহে। কী শিক্ষিত, কী অশিক্ষিত, ভারতবাসীমাত্রই সাধনা শব্দের তাৎপর্য মোটামুটি বুঝিতে পারে। এখন 'মৈত্রী' শব্দের তাৎপর্য কী, তাহাই এখানে একটু পরিষ্কার করা প্রয়োজন।

মৈত্রী শব্দের তাৎপর্য

মৈত্রী শব্দের সাধারণ অর্থ, মিত্রের ভাব বা মিত্রতা। কিন্তু ইহার মৌলিক বা ধাতুগত অর্থ কী, তাহাই দেখা যাক। মিদ্ ধাতুর অর্থ, 'স্নেহ করা'। এই ধাতু হইতেই মিত্র শব্দের উৎপত্তি। সুতরাং, মিত্র মানে—যে স্নেহ করে। এই অর্থে মাতা, পিতা, ভ্রাতা ভগ্নী, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন সকলকেই মিত্র বলা যায়। অতএব মৈত্রীর মৌলিক অর্থ স্নেহশীলতা। পিতা, মাতা প্রভৃতির স্নেহ যেমন তাঁহাদের স্নেহের পাত্রের উপর স্বতঃই বর্ষিত হয়, কাহারও প্রতি সেইরূপ স্নেহবর্ষণের নামই তাহার প্রতি মৈত্রী করা। সংস্কৃতে, বিশেষ বৌদ্ধসাহিত্যে, এই মৌলিক এবং ব্যাপক অর্থেই প্রায় মৈত্রীর প্রয়োগ দেখিতেছি।

যথা—"সদ্যোজাত বৎসকে গাভী যে-ভাবে ভালোবাসে, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেইভাবে ভালোবাসো।" অথর্ব, ৩।৩০।১।

"তিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন। তিনি পিতার ন্যায় সকলকে মিত্র-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।" মহাভারত, অনুশাসন, ১৪৫।৩৭।

"সমস্ত প্রাণীর, তিনি পিতা ও মাতার ন্যায়। কাহাকেও তিনি হিংসা করেন না।" মহা, অনু, ১১৬।৪১।

"মাতা যে-ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীব-জগতের জন্য চিত্তে, সেই অপরিমেয় স্নেহের ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে।" সুত্তনিপাত, ১।৮।৭।

"গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোনো গৃহস্থের মজ্জাগত প্রেম, মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বের সমস্ত জীবজগতের উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম।" শিক্ষাসমুচ্চয়, পৃ, ২৮৭।

"সমস্ত প্রাণী আমার পুত্র। আমি সমস্ত প্রাণীর পুত্র।" শিক্ষা, পৃ, ১৯।

"পিতার ন্যায় নিজেকে সবজীবের সহিত যুক্ত রাখেন।" শিক্ষা, পৃ, ২৩।

"মৃগাদি প্রাণীকে নিজ পুত্রবৎ দেখিবে।" ভাগবত, ৭।১৪।৯।

"পুত্রপ্রেমানুরূপ মৈত্রী।" শিক্ষা, পৃ, ১৯।

সৃষ্টির সকল প্রাণীর প্রতি হৃদয়ে এইরূপ স্নেহসৃষ্টির প্রয়াসই মৈত্রী-সাধনা।

মৈত্রীই সর্বধর্মের মূলকথা

এই মৈত্রী কেবল বৈদিক বা বৌদ্ধধর্মের নহে, পৃথিবীর যাবতীয় ধর্মেরই মূল কথা। এইখানেই পৃথিবীর সকল ধর্মের ঐক্য। পৃথিবীতে এমন কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় আছেন, যাঁহারা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, বা ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব রহিয়াছেন। তাঁহারা কিন্তু মৈত্রীকে স্বীকার করিয়াছেন। শুধু স্বীকার করিয়াছেন বলিলেই যথেষ্ট হইবে না, তাঁহারাই বেশি করিয়া মৈত্রী প্রচার করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বৌদ্ধ ও চীনদেশীয় মহাত্মা কনফ্যুসিয়াসের ধর্মের কথা বলা যাইতে পারে।

শুধু ধর্মসম্প্রদায় কেন, যাঁহারা কোনো ধর্মসম্প্রদায় মানেন না, বা যাঁহারা সর্বপ্রকার ধর্মসম্প্রদায়ের উচ্ছেদকামী, পৃথিবীর এমন অনেক রাজনৈতিক সম্প্রদায়েরও মূলমন্ত্র সাম্য ও মৈত্রী। অবশ্য মৈত্রী মূলমন্ত্র হইলেও ইহাদের সাধনপদ্ধতি ভিন্ন প্রকৃতির।

এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্মসম্প্রদায়ের, এবং সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের বহির্ভূত যাঁহারা, সেইরূপ বহু মানবসম্প্রদায়ের মৈত্রীই মূলমন্ত্র। এইখানেই মানবজাতির ঐক্যের সূত্র রহিয়াছে।

সংস্কৃতানভিজ্ঞ বৈদিক হিন্দুগণ 'মৈত্রী' এই শব্দটির সহিত তেমন পরিচিত না হইলেও, এই পর্যায়ের 'সমদর্শন' শব্দটির সহিত পরিচিত।

সমদর্শন

এই সমদর্শনের কথা আমরা শিশুকাল হইতেই শুনিয়া থাকি। তবে উহা মুনি-ঋষিদের কথা, মুনি-ঋষিদেরই জন্য, আমাদের মতো সাধারণ মানবের জন্য বা গৃহস্থের জন্য নহে, এই ভাবিয়া উহাকে মুনি-ঋষিদের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছি।

আমরা অধিকাংশই ব্যবহারিক জগতের কাজের লোক। আধ্যাত্মিক কথা লইয়া মাথা ঘামাইতে চাহি না। যাহা আমাদের সাংসারিক কাজে লাগে, আমাদের নিকট কেবল তাহারই মূল্য আছে। সেইজন্য সমদর্শনাদি সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া সময় নষ্ট করিতে অনিচ্ছুক।

চিন্তা করিলে বোঝা যায়, এবং সাংসারিক অভিজ্ঞতা হইতেও জানা যায় যে, সমদর্শন, সাংসারিক লোকদেরই বিশেষ প্রয়োজন। সংসারে, সুখে শান্তিতে থাকিবার জন্য উহা একান্তই আবশ্যক। বনে জঙ্গলে নির্জনে যে রহিয়াছে, তাহার উহা না হইলেও চলে।

সমদর্শনের মূলকথা হইতেছে যে, আমি এক, 'আমি' নহি। আমার

সমদর্শনের তাৎপর্য ও ব্যবহারিক জগতে তাহার প্রয়োজনীয়তা

'আমিত্ব' সংসার জুড়িয়া। সমস্ত সংসারে 'আমি' ছড়াইয়া রহিয়াছি। উহার এক এক অংশ, আমার এক এক অঙ্গস্বরূপ। এক অংশকে বাদ দিলে এক অঙ্গ বাদ পড়িয়া যাইবে, এবং আমি পঙ্গু হইব।

নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত একটি দেহের ন্যায় এই জগৎ। ইহার মধ্যে কেবল এক দেহী, এক আত্মা রহিয়াছে।

"যে-জ্ঞানীর নিকট জগতের প্রাণিসমূহ একই আত্মার বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিভাত হইয়াছে—তাহার দুঃখ শোক বা মোহ নাই।

বাজসনেয়-সংহিতা, ৪০।৭।

"দেহের প্রতি অঙ্গে, দেহী বা আত্মা যেমন সমভাবে বিরাজমান, এই বিরাট জগৎরূপ দেহের প্রতি অংশেও সেইরূপ একই দেহী, একই আত্মা সমভাবে বিরাজমান, যিনি এই দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজে নিজেকে আঘাত করেন না।" গীতা ১৩।২৮।

ইহাই সমদর্শন। বৈদিক ধর্মের সর্বত্রই ইহা বলিয়াছে। এখন এই সমদর্শন সংসারী ব্যক্তিদের কী কাজে লাগে, তাহাই দেখা যাক।

একমাত্র আমিই যদি বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী হই, আর আমার গ্রামের অন্য সমস্ত লোক, অসৎ, মূর্খ, রোগী ও নির্ধন হয়, তবে আমার অবস্থা কী হইবে।

নির্ধনগণ আমার ধন হরণ করিয়া লইবে। চতুর্দিকের নানা রোগ ধীরে ধীরে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট করিবে। মূর্খের মধ্যে থাকিতে থাকিতে চর্চার অভাবে, এবং তাহাদের প্রভাবে, আমার বিদ্যা এবং জ্ঞানও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইবে। চতুর্দিকের অসৎ চরিত্রের দল, আমার পারিবারিক পবিত্রতা রাখিতে দিবে না।

সুতরাং, আমারই স্বার্থের জন্য, গ্রামের সকলকে বিদ্বান, সৎ, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী করা প্রয়োজন। আমার গ্রামের লোকসমষ্টি যে-পরিমাণে

সৎ, বিদ্বান, জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান এবং ধনী হইবে, সেই-পরিমাণে আমার বিদ্যা, স্বাস্থ্য, ধনাদি এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ হইবে।

এখন আমার গ্রামকে তো সকল বিষয়ে উন্নত করিলাম; কিন্তু আমার গ্রামের চতুর্দিকের অন্য গ্রামগুলির যদি ঐ সমস্ত বস্তু না থাকে, তবে তো সেই পূর্বের সমস্যাই রহিয়া গেল।

অতএব দেখা যাইতেছে, আমারই স্বার্থের খাতিরে, জেলাশুদ্ধ সমস্ত লোকের বিদ্যা, স্বাস্থ্য, ধনাদির প্রয়োজন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি হইবে যে, জেলা লইয়াও ঐ সমস্যার সমাধান নাই। এই এক 'আমি'র জন্য জেলা, জেলা হইতে প্রদেশ, প্রদেশ হইতে দেশ, এবং দেশ হইতে সমস্ত পৃথিবী পর্যন্ত টানিতে হইবে।

এইরূপে, যখন সমস্ত পৃথিবীর উন্নতি ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের উপর আমার এই 'আমি'র উন্নতি, ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে, তখন আমি যাহাকে 'আমি' বলিয়া জানি, সেই 'আমি', কার্যত এক অঙ্গ মাত্র। সমগ্রের উন্নতি ব্যতীত এক অঙ্গের উন্নতি অসম্ভব।

সমদর্শন সংসারী লোকেরই একান্ত প্রয়োজন, যে বনে জঙ্গলে থাকে, তাহার উহা না হইলেও চলে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে থাকিলেও, উহা আমরা কাজে লাগাইলাম না; অথচ যাঁহারা ধর্মশাস্ত্র মানেন না, এইরূপ এক মানবসম্প্রদায়—পৃথিবীর অন্যত্র সাংসারিক দিক হইতেই উহা কাজে লাগাইতেছেন।

বৌদ্ধদের নিকট মৈত্রীশব্দ বিশেষ পরিচিত। প্রত্যেক বৌদ্ধকে প্রতিদিন 'মৈত্রী-ভাবনা' করিতে হয়। সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর জন্য ঐ মৈত্রী-ভাবনা।

"মাতা যে-ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবগণের প্রতি চিত্তকে সেই ভাবে ভাবান্বিত করো।"

"প্রথমে নিজের প্রিয়তম ব্যক্তির জন্য মৈত্রী-ভাবনা করো। কী ভাবে তাহার মঙ্গল হইবে, সুখশান্তি হইবে তাহাই চিন্তা করো। তাহার পর প্রিয়তর ব্যক্তির জন্যও ঠিক সেইরূপ অভ্যাস করো। তাহার পর প্রিয় ব্যক্তিদের জন্য। তাহার পর পরিচিত আত্মীয়গণের জন্য। তাহার পর নিঃসম্পর্কীয়দের জন্য। ক্রমে সমীপবাসী, গ্রামবাসী, ভিন্ন-গ্রামবাসীর জন্য। ইহার পর কোনো এক দিক বা দেশবিশেষের জন্য। যখন উহা সম্ভব হইবে, তখন সর্বদিকে যে যেখানে আছে, সকলের জন্যই মৈত্রী ভাবনা করিবে। শিক্ষা, পৃ ২১২—১৩।

বৌদ্ধ শূন্যবাদীর মৈত্রীসাধনা

"এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্তকে এমন ভাবে তৈরি করিবে যাহাতে সমস্ত প্রাণীর প্রতি স্বরসবাহীরূপ মৈত্রী উৎপন্ন হয়।" শিক্ষা, পৃ, ১৯।

সংস্কৃত সাহিত্যে, মহাযান—বিশেষ শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মৈত্রীসাধনার যে-পরিচয় পাইয়াছি, তাহাই বিশেষভাবে এই গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

শূন্যবাদীদের মৈত্রীসাধনার তুলনা নাই। উহা পাঠ করিলে শূন্যবাদী সম্বন্ধে আমাদের অনেকের মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যাইবে। নানা মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হইবে। আত্মবাদী বৈদিক (বেদপন্থী), ও অনাত্মবাদী বৌদ্ধ, এই দুই বিরুদ্ধ-মতবাদী, নিজ নিজ মতবাদকেই অবলম্বন করিয়া, কেমন করিয়া একই বিশ্বমৈত্রীর সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাহাও এই গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করিলাম।

"শত্রুকে ক্ষমা করো", "অনিষ্টকারীকেও স্নেহ করো", "সর্বনাশীকেও বন্ধু মনে করো", এই সব শাস্ত্রীয় অনুশাসন শুনিয়া, মনের মধ্যে যে-প্রশ্ন

উঠে, "কেন করিব," শূন্যবাদিগণ অতি মধুর মর্মস্পর্শী ভাবে তাহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

অনেকে জীবে দয়া, দান, ধ্যান, ভজন ও জনসেবাদি সৎকার্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা ইহলোকে, না হয় পরলোকে সেই সৎকার্যের প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন। তাঁহাদের সেইসব সৎকার্যের লক্ষ্য—যশ, সম্মান, কিংবা অণিমা, লঘিমা, সর্বজ্ঞত্বাদি ঋদ্ধি সিদ্ধি, অথবা মোক্ষ।

নিষ্কাম প্রেম বা অহৈতুকী মৈত্রী

কিন্তু অন্য আর এক শ্রেণীর মহাত্মা আছেন, যাঁহারা এই ধরনের প্রতিদান-আকাঙ্ক্ষাকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন। তাঁহারা বলেন—"যস্তু আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।" অর্থাৎ, যাঁহারা এইরূপ প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সেবক নহেন, বণিক। ব্যবসায়ীগণ যেমন অর্থব্যয় করেন, অধিকতর অর্থের আশায়, ইঁহারাও ঠিক সেইরূপ করিয়া থাকেন। এখানে স্বার্থই আছে, মহত্ত্ব নাই।

যাঁহারা এইরূপ প্রতিদানের আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়া, জীবসেবায় ধন, মান, প্রাণ, পুত্রপরিবার সর্বস্ব উৎসর্গ করত, সর্বনাশকেই স্বেচ্ছায়, স্মিতমুখে বরণ করিয়া লইয়াছেন—সেই মহাত্মাগণের বাণীই 'মৈত্রী-সাধনা' গ্রন্থে উদ্ধৃত হইল।

নানা স্থান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া মালা গাঁথিবার চেষ্টা করিলাম। পুষ্প আমার উদ্যানের নহে, সুতরাং তাহার জন্য আমার কৃতিত্ব কিছুই নাই। মালা আমি গাঁথিয়াছি—কিন্তু অপটু হস্তের চিহ্ন তাহার প্রতি গ্রন্থিতে, তথাপি পুষ্পের নিজ সৌন্দর্য ও সৌরভই মালাকারের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ভুলাইয়া দিবে—এই আশায়, ইহা সকলের নিকট উপস্থিত করিলাম।

প্রিয়ং মা দর্ভ কৃণু ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্যায় চ ।
যস্মৈ চ কাময়ামহে সর্বস্মৈ চ বিপশ্যতে ।

অথর্ব, ১৯।৩২।৮ ।

"আমাকে ব্রাহ্মণের প্রিয় করো, ক্ষত্রিয়ের প্রিয় করো, বৈশ্যের প্রিয় করো, শূদ্রের প্রিয় করো, আমার চতুর্দিকে যাহারা রহিয়াছে, যাহারা আমাকে দেখিতেছে—আর্য হউক অথবা অনার্য হউক—সকলের প্রিয় করো। যাহার যাহার প্রিয় হইবার আকাঙ্ক্ষা রাখি, তাহাদের প্রিয় করো : পাপী যাহারা পাপের সন্ধানে ঘুরিতেছে, তাহাদেরও প্রিয় করো।"

সং গচ্ছধ্বং সং বদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং ।
দেবা ভাগং যথা পূর্বে সংজানানা উপাসতে ॥
সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং ।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বং[১] ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

ঋক্‌, ১০।১৯১।২-৪ ।
অথর্ব, ৬।৬৪।১-৩ ।

"তোমরা মিলিত হও। তোমাদের মিলিত কণ্ঠ একই বাক্য উচ্চারণ করুক। তোমাদের মিলিত মন একই বিষয় অবগত হউক। পুরাতন দেবগণ যেমন সকলে মিলিয়া যজ্ঞের হবিঃ নির্বিবাদে

১ পাঠান্তর—সমানং মন্ত্রমভি মন্ত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি। "তোমাদের ঐক্যের জন্য একই মন্ত্র আমি তোমাদের দিতেছি, একই হবির দ্বারা আমি তোমাদিগকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়াইতেছি।"

পরস্পরে ভাগ করিয়া লইতেন, তোমরাও সেইরূপ সকলে মিলিয়া এক হইয়া, সমস্ত ধন ভাগ করিয়া ভোগ করো।

"তোমাদের মন্ত্র এক হউক, সমিতি এক হউক, মন এক হউক, চিত্ত এক হউক।

"একই হবির দ্বারা আমি তোমাদিগকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়াইতেছি। একই ভাবরাজ্যে তোমরা প্রবেশ করো।

"তোমাদের হৃদয় এক হউক, সংকল্প এক হউক। অন্তঃকরণ এক হউক, এমন ভাবে এক হউক যাহাতে তোমাদের মিলন শোভন সুন্দর হয়।"

নিজ সন্তানকে প্রাণিগণ যে-ভাবে ভালোবাসে, যে-ভাবে পালন করে, মৈত্রীসাধনায় সিদ্ধ সাধক জগতের সকল জীবকে সেই ভাবে ভালোবাসেন, সেই ভাবে পালন করেন।

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ।
অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥

অথর্ব, ৩।৩০।১।

"বিদ্বেষ বিদূরিত করিয়া আমি তোমাদের হৃদয় ও মন এক করিয়া দিতেছি। সদ্যজাত বৎসকে গাভী যে-ভাবে ভালোবাসে, তোমরা পরস্পর পরস্পরকে সেই ভাবে ভালোবাসো।"

অহং পচাম্যহং দদামি মমেদু কর্মন্ করুণেঽধি জায়া।
কৌমারো লোকো অজনিষ্ট পুত্রোঽন্বারভেথাং বয় উত্তরাবৎ॥

অথর্ব, ১২।৩।৪৭।

"আমি পাক করি, আমি দান করি। আমার এই পবিত্র কার্যে আমার ভার্যাও আছেন। সমস্ত জগৎ কিশোর (কুমার) পুত্র-রূপে জন্ম লইয়াছে। উন্নততর জীবন আরম্ভ করিতেছি।"

ঘৃণা, বিদ্বেষ, তখন একেবারে দূর হইয়া যায়, উচ্চ, নীচ, পবিত্র, অপবিত্র, সকলের প্রতিই প্রাণ তখন প্রেমে ভরপুর। পাপীকে পবিত্র করা, নীচকে উচ্চ করাই, তখন তাঁহাদের জীবনের ব্রত।

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ।
উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ॥

ঋক্, ১০।১৩৭।১। অথর্ব, ৪।১৩।১।

"হে ব্রাহ্মণগণ, পতিত যে তাহাকে তুলিয়া লও। অবনত যে তাহাকে পুনর্বার উন্নত করো। কলুষিত যে তাহাকে পবিত্র করো। পাপ-কর্মকারী—পাপে মৃত যে তাহাকে পুনর্বার জীবন দাও।"

মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ।

অথর্ব, ১।৩৪।৪।

জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধূলকম্।
মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি॥

ঐ, ১।৩৪।২।

মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্।
বাচা বদামি মধুমদ্ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ॥

ঐ, ১।৩৪।৩।

"আমি যেন মধু হইতে মধুরতর, মধুপরিপূর্ণ মধুলতা হইতেও মধুরতর হই।

"আমার বাক্য মধুময় হউক, চিন্তা মধুময় হউক, আমার জিহ্বার অগ্রে মধু হউক, জিহ্বার মূলে মধু হউক, আমার শরীর ও মনের সমস্ত কর্ম (হে মধুলতিকে[1]) তোমার সান্নিধ্যহেতু মধুরসপূর্ণ এবং সকলের প্রশংসার যোগ্য হউক। আমার চিত্তের মধ্যে তুমি প্রবেশ করো।

"আমার সমীপ-গমন মধুময় হউক, আমার দূরের গমন মধুময় হউক। সমীপে ও দূরে যেখানেই গমন করি, নিজের আত্মীয়স্বজনের ও পরের, সকলেরই যেন আমি প্রীতিকর হই। মধুময় বাক্যই যেন আমি বলি, আমার চতুর্দিকে যাহারা আমাকে দেখিতেছে, তাহাদের সকলেরই যেন আমি প্রীতিপাত্র হই।"

মৈত্রী-সাধনার ইহাই সর্বোচ্চ স্তর নহে। ইহার উপরেও স্তর আছে। সমস্ত জগৎকে পুত্রবৎ দেখাও ভেদজ্ঞান। উহাকেও অতিক্রম করিতে হইবে, সমস্ত জগৎকে এক দেখিতে হইবে।

অহমেবাধস্তাদহমুপরিষ্টাদহং পশ্চাদহং পুরস্তাদহং
দক্ষিণতোঽহমুত্তরতোঽহমেবেদং সর্বমিতি ॥

ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৭।২৫।১।

---

১ মধুলতিকা—প্রাচীনকালে ইহা অপরাজিতা লতার মতো মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত। বিজয়াকাঙ্ক্ষী তার্কিক সভায় যাইবার সময় ইহা ভক্ষণ করিত, বিবাহকালে ইহা ধারণ করা হইত।

অবশ্য এই সমস্ত আচার, এই সূক্তরচনার পরবর্তী কালের। এই সূক্তের রচনাকালে এইরূপ কোনো আচার বর্তমান ছিল কিনা, বলা যায় না। সূক্তের অর্থের মধ্যে এইরূপ কিছু পাওয়া যায় না।

অযুতোঽহমযুতো[1] ম আত্মাযুতং মে
চক্ষুরযুতং মে শ্রোত্রমযুতো
মে প্রাণোঽযুতো মেঽপানোঽযুতো
মে ব্যানোঽযুতোঽহং সর্বঃ ॥

অথর্ব, ১৯।৫১।১।

"এ সংসারে আমি ভিন্ন আর কেহ নাই। আমিই সর্বত্র অযুতরূপে বিরাজমান। ঊর্ধ্বে আমি, নিম্নে আমি, সম্মুখে আমি, পশ্চাতে আমি, উত্তরে আমি, দক্ষিণে আমি, আমার অযুত দেহ, অযুত কর্ণ, অযুত চক্ষু।

"আমার অযুত প্রাণ, অযুত অপান, অযুত ব্যান[2]। বিচিত্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যাহা কিছু রহিয়াছে সমস্ত আমারই অযুত রূপ"[3]।

নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত একটি দেহের ন্যায় এই জগৎ। ইহার মধ্যে কেবল এক দেহী, এক আত্মা রহিয়াছে। মৈত্রীসাধনার সর্বোচ্চ স্তরে সাধকের এই বোধ জন্মে।

যস্মিন্ সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

বাজসনেয়-সংহিতা, ৪০।৭।

---

১ সংখ্যার্থক অযুত শব্দ পুং ও ক্লীব উভয়লিঙ্গক।

শতাযুতপ্রযুতাঃ পুংসি চ।

পাণিনি, লিঙ্গানুশাসন, সূ ১৪৫।

২ প্রাণ, অপান, ব্যান,—শরীরস্থ পঞ্চবায়ুর অন্যতম।

৩ স্বপ্রাণানাং জগৎপ্রাণৈর্নদীনামিব সাগরৈঃ।
অনৈক্যেহপি ব্যতিকরস্তদেবানন্তজীবনম্ ॥

"জগতের সমস্ত জীব যখন এক-আত্মা হইয়া গিয়াছে, তখন একত্ব-দ্রষ্টা সেই জ্ঞানীর মোহ কোথায়। শোক কোথায়।"

এই অবস্থায় হিংসার প্রশ্নই উঠে না, ভালোবাসা তখন স্বাভাবিক। নিজের অঙ্গে আঘাত করে কে। নিজের সেবা না করে কে।

সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

গীতা, ১৩.২৮।

"দেহের প্রতি অঙ্গে দেহী বা আত্মা যেমন সমভাবে বিরাজমান, এই বিরাট জগৎরূপ দেহের প্রতি অংশেও সেইরূপ একই দেহী, একই আত্মা সমভাবে বিরাজমান। যিনি এই দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন—তিনি নিজে নিজেকে আঘাত করেন না। এই অবস্থায় পৌঁছাইলে পর শ্রেষ্ঠ গতি, অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।"

আত্মবাদী বৈদিকগণ (বেদপন্থিগণ) এইভাবে মৈত্রীর সাধনা করিয়াছেন, এখন অনাত্মবাদী বৌদ্ধগণ কী ভাবে মৈত্রীর সাধনা করিয়াছেন—তাহাই বিশেষভাবে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিব। এখানে বলা প্রয়োজন, কি বৈদিক, কি বৌদ্ধ, সকলেই ইহা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, মৈত্রী, সাধনার প্রাণস্বরূপ। সাধনায় অগ্রসর হইতে হইলে চিত্তে মিত্রভাব আনিতেই হইবে। মৈত্রী না হইলে ঈশ্বর, মুক্তি, বা নির্বাণ লাভ হইতেই পারে না।

যোগশাস্ত্রমতে চিত্ত একাগ্র না হইলে যোগ অসম্ভব। আবার

অসীম সমুদ্রের সহিত নদীগণের যেমন মিলন, জগতের অনন্ত প্রাণীর প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণের সেইরূপ ভেদরহিত মিলনই অনন্ত জীবন।

চিত্ত অপবিত্র বা মলিন হইলে চিত্তের একাগ্রতাও অসম্ভব। চিত্তের মালিন্য দূর করিতে হইলে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা অপরিহার্য।

মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং
ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।

পাতঞ্জলদর্শন, ১।৩৩।

"যাহারা সুখভোগ করিতেছে, তাহাদের সুখে সুখ (বন্ধুর ন্যায় আচরণ), যাহারা দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহাদের দুঃখে দুঃখ (করুণা), যাহারা পুণ্যাত্মা, তাঁহাদের পুণ্যকর্মে আনন্দ (মুদিতা), এবং যাহারা পুণ্যাত্মা নহে, অথবা যাহারা পাপী, তাহাদের প্রতি উপেক্ষা—এই ভাব অভ্যাস করিতে করিতে, মন প্রসন্ন, প্রশান্ত হইয়া যাইবে, এবং তখনই তাহা একাগ্র করা সম্ভব হইবে।"

বৈদিকমতে জীবকে ভালোবাসাই ভগবানকে ভালোবাসা। জীবের পূজাই ভগবানের পূজা। জীবকে অবজ্ঞা করিয়া ঈশ্বরকে পূজা করিলে, ঐ পূজা ভস্মে ঘৃতাহুতির মতোই ব্যর্থ হয়।

অহং সর্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্যঃ কুরুতেঽর্চাবিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
অথ মাং সর্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্।
অর্হয়েদ্দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা॥

ভাগবত, ৩।২৯।২১, ২২, ২৭।

"আমি সর্বজীবে জীবাত্মারূপে সর্বদা অবস্থান করি। সেই জীবরূপী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, মানব কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমার (পূজা) দ্বারা আমাকে বিদ্রূপ করে।

"এই সর্বজীবে অবস্থিত নারায়ণ-আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে মূঢ়তাবশত কাষ্ঠপাষাণাদি প্রতিমাকে পূজা করে, সে ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়। তাহার সমস্তই ব্যর্থ।

"যদি তোমরা আমার পূজা করিতে চাও, তবে সর্বজীবে সমদর্শী হও। সকল জীবকে মিত্রের চক্ষে দেখো। জীবকে দান করো। জীবকে সম্মান করো। সর্বজীবের দেহ-দেবালয়েই আমার নিবাস[১]।"

---

১ সত্যাং হৃদয়গামিন্যা
ঋতয়া শশিশীতয়া।
মৈত্র্যা মাধুর্যধর্মিণ্যা
হৃৎস্থমাত্মানমর্চয়েৎ ॥

যোগবাশিষ্ঠ, নির্বাণপ্রকরণ, পূর্বভাগ, ৩৯।৩৯।

"সজ্জনব্যক্তির হৃদয়গামী, চন্দ্রের মতো শীতল, মধুর মৈত্রীর দ্বারা হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে অর্চনা করিবে।"

বোধঃ সাম্যং শম ইতি পুষ্পাণ্যগ্র্যাণি তত্র চ। ঐ, ২৯।১২৭।

"জ্ঞান, সমদর্শন ও শান্তিই তাঁহার পূজার শ্রেষ্ঠ পুষ্প।"

উপেক্ষয়া করুণয়া সদা মুদিতয়া হৃদি।
শুদ্ধয়া শক্তিপদ্ধত্যা বোধেনাত্মানমর্চয়েৎ ॥ ঐ, ৩৯।৪০।

"সেই পরমদেবতার পূজা করিতে হইলে—করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, হৃদয়ে সদা সর্বদা জাগ্রত রাখিতে হইবে। করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, জ্ঞান এবং ক্রোধাদির নিগ্রহসামর্থ্যের দ্বারাই তাঁহার পূজা করা উচিত। উহাই এই দেবপূজার শুদ্ধ পদ্ধতি।"

তপ্যন্তে লোকতাপেন সাধবঃ প্রায়শো জনাঃ।
পরমারাধনং তদ্ধি পুরুষস্যাখিলাত্মনঃ ॥ ভাগবত, ৮।৭।৪৪।

"সজ্জনব্যক্তিগণ, প্রায়ই বিশ্বের দুঃখতাপে তাপিত হন। বিশ্বের

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তঃ স জীবঃ কেবলঃ শিবঃ ॥

মৈত্রেয়োপনিষদ্ ২।১।

"এই দেহ দেবালয়—ইহার মধ্যে আর কেহ নহে স্বয়ং শিব রহিয়াছেন।"

ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥
উতৈষাং পিতোত বা পুত্র এষামুতৈষাং জ্যেষ্ঠ উত বা কনিষ্ঠঃ।
একো হ দেবো মনসি প্রবিষ্টঃ প্রথমো জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ॥

অথর্ব, ১০।৮।২৭, ২৮।

"হে দেব। তুমিই নানা দেহে নানা রূপে বিরাজমান। কোথাও স্ত্রীরূপে, কোথাও পুরুষরূপে, কোথাও কুমাররূপে, কোথাও কুমারীরূপে, কোথাও দণ্ডধারী জীর্ণ বৃদ্ধরূপে ভ্রমণ করিতেছ। সমস্ত বিশ্বে, দিকে দিকে, তুমিই জন্ম লইয়াছ।

"পিতারূপে, পুত্ররূপে, জ্যেষ্ঠরূপে, কনিষ্ঠরূপে, প্রকটিত রহিয়াছেন—সেই একই দেবতা। অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে প্রবেশ করিয়াছেন, সেই একই দেবতা। বিশ্বে প্রথম যিনি জন্ম লইয়াছেন—তিনিও সেই দেবতাই। আজ এখনও ভূমিষ্ঠ হন নাই, গর্ভের মধ্যে রহিয়াছেন যিনি, তিনিও সেই দেবতাই।"

বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ ১৬॥

দুঃখতাপে এইরূপ তাপিত হওয়াই—সেই বিশ্বনাথ, পরমপুরুষের পরম পূজা।"

যাবৎ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভাবো নোপজায়তে।
তাবদেবমুপাসীত বাঙ্মনঃকায়বৃত্তিভিঃ ॥ ১৭॥
অয়ং হি সর্বকল্পানাং সধ্রীচীনো মতো মম।
মদ্ভাবঃ সর্বভূতেষু মনোবাক্‌কায়বৃত্তিভিঃ ॥১৯॥

ভাগবত, ১১।২৯।

ভগবান বলিতেছেন,

"সর্বদা সবজীবে আমি বিদ্যমান—যতদিন পর্যন্ত এই ভাব প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি না হয়, ততদিন পর্যন্ত, চণ্ডাল, কুকুর, গো, গর্দভ ইত্যাদি প্রাণীকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। তুমি শ্রেষ্ঠ, তাহারা নিকৃষ্ট, এই অহংকার চূর্ণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের পরিহাস বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করিয়া, লজ্জাগ্লানি বিসর্জন দিয়া—কায়মনোবাক্যে এইভাবে আমার উপাসনা করিতে হইবে। সবজীবে আমি বর্তমান কায়মনোবাক্যে এই ভাব-উপলব্ধিই, মোক্ষলাভের (সকল উপায়ের মধ্যে) যথার্থ উপায়।"

বৌদ্ধশাস্ত্রও সেই একই কথা বলিতেছে—

সর্বমেতৎ সুচরিতং দানং সুগতপূজনম্।
কৃতং কল্পসহস্রৈর্যৎ প্রতিঘঃ প্রতিহন্তি তৎ ॥

বোধিচর্যাবতার, ৬।১।

"জীবের প্রতি বিদ্বেষ—সহস্রকল্পসঞ্চিত সর্বপ্রকার কুশলকর্ম, দান, বুদ্ধের পূজা, সমস্তই নষ্ট করে।"

যাবন্তি পূজাং বহুবিধ অপ্রমেয়াঃ
ক্ষেত্রং শতেষু নিযুত চ বিম্বরেষু।

তাং পূজ কৃত্বা অতুলিয়নায়কানাং
সংখ্যাকলাপী ন ভবতি মৈত্রচিত্তে ॥

শিক্ষাসমুচ্চয়, সপ্তম পরিচ্ছেদ, পৃ, ১৫৭।

"শত, শত, লক্ষ, লক্ষ, কোটী কোটী জগতে অনুষ্ঠিত, নিরুপম নায়ক বুদ্ধগণের নানাবিধ অপরিমেয় পূজাও মিত্রভাবের তুল্য নহে।"

দৃশ্যন্ত এতে ননু সত্ত্বরূপা-
স্ত এব নাথাঃ কিমনাদরোঽত্র।

শিক্ষা, ৭ম পরি, পৃ, ১৫৬।

"প্রভু বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণই এই জীবরূপে বিরাজমান। ইহাদের অনাদর করি কিরূপে।"

যেষাং সুখে যান্তি মুদং মুনীন্দ্রা
যেষাং ব্যথায়াং প্রবিশন্তি মন্যুম।
তত্তোষণাৎ সর্বমুনীন্দ্রতুষ্টি-
স্তত্রাপকারেঽপকৃতং মুনীনাং ॥

আদীপ্তকায়স্য যথা সমন্তান্
ন সর্বকামৈরপি সৌমনস্যম্।
সত্ত্বব্যথায়ামপি তদ্বদেব
ন প্রীত্যুপায়োঽস্তি মহাকৃপাণাম্॥

শিক্ষা, ৭ম পরি, পৃ, ১৫৬।

"যাহাদের সুখে মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধগণ সুখী হন, যাহাদের ব্যথাতে তাঁহারা ব্যথিত হন, সেই জীবগণের তুষ্টিতেই বুদ্ধগণের তুষ্টি, জীবগণের অপকারই তাঁহাদের অপকার।

"চতুর্দিক হইতে অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকিলে, সর্বপ্রকারের কাম্য বস্তু

লাভ করিয়াও যেমন মানুষের সুখ হয় না—জীবগণ ব্যথা পাইলে কোনো উপায়েই সেইরূপ মহাকারুণিক বুদ্ধগণের প্রীতি উৎপাদন করা যায় না।"

বৌদ্ধশাস্ত্র বলিতেছে—

রাত্রৌ যথা মেঘঘনান্ধকারে
বিদ্যুৎ ক্ষণং দর্শয়তি প্রকাশম্।
বুদ্ধানুভাবেন তথা কদাচি-
ল্লোকস্য পুণ্যেষু মতিঃ ক্ষণং স্যাৎ।
তস্মাচ্ছুভং দুর্বলমেব নিত্যং
বলং তু পাপস্য মহৎ সুঘোরম্
তজ্জীয়তেঽন্যেন শুভেন কেন
সম্বোধিচিত্তং যদি নাম ন স্যাৎ॥

বোধি, ১।৫-৬।

"মেঘাচ্ছন্ন ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে যেমন ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎ আলো দেয়, সেইরূপ বুদ্ধের কৃপায় কদাচিৎ ক্ষণিকের জন্য লোকের পুণ্যে মতি হয়।

"শুভ সততই শক্তিহীন এবং পাপ ভয়ংকর শক্তিমান। সর্বশক্তিমান সম্বোধিচিত্ত[1] ব্যতীত, আর অন্য কোন শুভের দ্বারা সেই মহাশক্তি-মান পাপকে জয় করিবে।"

১ সম্বোধিচিত্ত—বা বোধিচিত্ত।—সম্যক সম্বোধির জন্য বা বোধির জন্য যে মনোযোগ বা সংকল্প, তাহার নাম সম্বোধিচিত্ত বা বোধিচিত্ত। ইহা যদিও বোধিচিত্তের শব্দগত অর্থ, তথাপি ইহাই বোধিচিত্তের পূর্ণ তাৎপর্য নহে। "সর্বজগতের সর্বপ্রাণীর সর্বদুঃখ দূর করিবার জন্য বুদ্ধ হইব", এইরূপ যে (১) সংকল্প এবং উক্ত সংকল্প

কল্পাননল্পান্ প্রবিচিন্তয়দ্ভি-
র্দৃষ্টঃ মুনীন্দ্রৈর্হিতমেতদেব।
যতঃ সুখেনৈব সুখং প্রবৃদ্ধ-
মুৎপ্লাবয়ত্যপ্রমিতাঞ্জনৌঘান্ ॥

বোধি, ১।৭।

"যুগ যুগান্তর ধরিয়া ধ্যান করিতে করিতে, মুনিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধগণ ইহাই একমাত্র হিত বলিয়া জানিয়াছেন। কেননা, ইহাতে প্রথম হইতেই সুখ পাওয়া যায়, সুখের জন্য দুঃখ সহ্য করিতে হয় না। ইহাই একমাত্র হিত—কেননা, ইহাতে সুখ হইতে সুখ বর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং সেই অতিবর্দ্ধিত সুখ (বুদ্ধত্ব অবস্থার সুখ), কেবল নিজকে নহে সমস্ত জীবজগৎকে প্লাবিত করে।"

ভবদুঃখশতানি তর্তুকামৈ-
রপি সত্ত্বব্যসনানি হর্তুকামৈঃ।
বহুসৌখ্যশতানি ভোক্তুকামৈ-
র্ন বিমোচ্যং হি সদৈব বোধিচিত্তম্ ॥

বোধি, ১।৮।

"যাঁহারা সংসারের (জন্মমৃত্যুর) অনন্ত দুঃখ হইতে উদ্ধার লাভ করিতে চান, যাঁহারা জীবের দুঃখ শোক দূর করিতে চান, যাঁহারা অনন্ত সুখ ভোগ করিতে চান, তাঁহাদের কখনও এই সম্বোধিচিত্ত পরিত্যাগ করা উচিত নহে।"

কদলীব ফলং বিহায় যাতি
ক্ষয়মন্যৎ কুশলং হি সর্বমেব।

সাধনের জন্য যে (২) প্রাণপণ প্রয়াস—বোধিচিত্ত বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে; বা তাহাই বোধিচিত্তের পূর্ণ তাৎপর্য।

সততং ফলতি ক্ষয়ং ন যাতি
প্রসবত্যেব তু বোধিচিত্তবৃক্ষঃ ॥

বোধি, ১।১২।

"অন্য সমস্ত কুশলকর্ম কদলীবৃক্ষের ন্যায় একবার মাত্র ফলপ্রসব করিয়াই ক্ষয় হয়। কিন্তু 'বোধি-চিত্তবৃক্ষ' সবদা ফলপ্রসব করিতেই থাকে, কখনও ক্ষয় হয় না।"

কৃত্বাপি পাপানি সুদারুণানি
যদাশ্রয়াদুত্তরতি ক্ষণেন।
শূরাশ্রয়েণেব মহাভয়ানি
নাশ্রীয়তে তৎ কথমজ্ঞসত্ত্বৈঃ ॥

বোধি, ১।১৩।

"বীরের আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন মহাভয় দূর হয়, সেইরূপ মহাপাপ করিয়াও যাহাকে আশ্রয় করিলে মুহূর্তে উদ্ধার পাওয়া যায়, অজ্ঞ জীব কেন সেই বোধিচিত্তকে আশ্রয় করে না।"

হিতাশংসনমাত্রেণ বুদ্ধপূজা বিশিষ্যতে।
কিং পুনঃ সর্বসত্ত্বানাং সর্বসৌখ্যার্থমুদ্যমাৎ ॥

বোধি, ১।২৭।

[১]"সর্বজগতের পরিত্রাণের জন্য বুদ্ধ হইব"[১], কেবল মাত্র এই সংকল্পই বুদ্ধের পূজাকেও অতিক্রম করে। আর [২]জগতের সর্বজীবের সর্বদুঃখ দূর করিয়া তাহাদিগকে সর্বসুখে সুখী করিবার চেষ্টায়[২] যে অপরিমেয় পুণ্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কী।"

---

১ — ১ ইহা বোধিচিত্তের প্রথম অংশ বা প্রথম ভাগ।

২ — ২ ইহা বোধিচিত্তের দ্বিতীয় অংশ বা দ্বিতীয় ভাগ।

বৌদ্ধমতে, সমস্ত জীবজগৎকে, নিজের একমাত্র পুত্রের ন্যায় ভালোবাসার নাম মৈত্রী।

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তম্ অনুরক্খে।
এবম্ পি সব্বভূতেসু
মানসম্ ভাবয়ে অপরিমাণং ॥

সুত্তনিপাত, ১।৮।৭।

"মাতা যে-ভাবে নিজের একমাত্র পুত্রকে প্রাণ দিয়া রক্ষা করেন, সমস্ত জীবজগতের জন্য, চিত্তে সেই অপরিমেয় (স্নেহের) ভাব সৃষ্টি করিতে হইবে।"

যথাপি নাম শ্রেষ্ঠিনো বা গৃহপতের্বা একপুত্রকে গুণবতি মজ্জাগতং প্রেম, এবমেব মহাকরুণাপ্রতিলব্ধস্য বোধিসত্ত্বস্য সর্বসত্ত্বেষু মজ্জাগতং প্রেমেতি।

শিক্ষা, পাব, ১৬, পৃ, ২৮৭।

"গুণবান একমাত্র পুত্রের উপর যেমন কোনো শ্রেষ্ঠী বা গৃহস্বামীর মজ্জাগত প্রেম, মহাকারুণিক বোধিসত্ত্বেরও সমস্ত জীবজগতের উপর সেইরূপ মজ্জাগত প্রেম[১]।"

---

১ মৃগোষ্ট্রখরমর্কাখুসরীসৃপ খগমক্ষিকাঃ।
আত্মনঃ পুত্রবৎ পশ্যেৎ তৈরেষামন্তরং কিয়ৎ॥ ভাগবত, ৭।১৪।৯।

"মৃগ, উষ্ট্র, গর্দভ, মর্কট, মূষিক সর্পাদি সরীসৃপ, পক্ষী ও মক্ষিকাদি প্রাণীকে নিজ পুত্রবৎ দেখিবে। নিজপুত্র এবং এই সমস্ত জীবজন্তুদের মধ্যে প্রভেদ কতটুকু।"

অহিংস্রঃ সর্বভূতানাং যথা মাতা যথা পিতা। মহাভারত, অনুশাসন, ১১৬।৪১।

কতমা বোধিসত্ত্বানাং মহামৈত্রী। আহ। যৎ কায়জীবিতং চ সর্বকুশলমূলং চ সর্বসত্ত্বানাং নির্যাতয়ন্তি ন চ প্রতিকারং কাঙ্ক্ষন্তি।

কতমা বোধিসত্ত্বানাং মহাকরুণা। যৎ পূর্বতরং সত্ত্বানাং বোধিমিচ্ছন্তি নাত্মন ইতি।

শিক্ষা, ১৭শ পরি, J, ২৪৬।

"বোধিসত্ত্বগণের এই মহামৈত্রী কী।"

"যাহার মধ্যে এই মহামৈত্রী উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি নিজের দেহ, নিজের জীবন, নিজের সমস্ত কল্যাণের (কুশলের) মূল[১] পর্যন্ত সমস্ত জীবজগৎকে দান করেন। অথচ তাহার কোনো প্রতিদান আকাঙ্ক্ষা করেন না।"

"বোধিসত্ত্বগণের মহাকরুণা কী।"

"তাহারা সর্বপ্রথম জগতের অন্য সমস্ত প্রাণীর বোধি আকাঙ্ক্ষা করেন, নিজের নহে।"

স নাত্মহেতোঃ শীলং রক্ষতি। ন স্বর্গহেতোঃ।
ন শক্রত্বহেতোঃ। ন ভোগহেতোঃ। নৈশ্বর্যহেতোঃ।

"সমস্ত প্রাণীর তিনি মাতা ও পিতার ন্যায়। কাহাকেও তিনি হিংসা করেন না।"

মৈত্রদৃষ্টিঃ পিতৃসমো নির্বৈরো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। মহা, অনু, ১৪৫।৩৭।

"তিনি জিতেন্দ্রিয়, শত্রুতাবিহীন, তিনি পিতার ন্যায় সকলকে স্নেহের দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন।"

১ কুশলমূল—অলোভ, অমোহ, অদ্বেষ।

ন রূপহেতোর্ন বর্ণহেতোর্ন যশোহেতোর্ন নিরয়ভয়ভীতঃ শীলং রক্ষতি। এবং ন তির্য্যগ্‌যোনিভয়ভীতঃ শীলং রক্ষতি। যাবৎ সর্বসত্ত্বহিতসুখযোগক্ষেমার্থিকঃ শীলং রক্ষতি।

শিক্ষা, ৭ম পরি, পৃ, ১৪৭।

এই মহাকারুণিকগণের সমস্তই পরের জন্য। "ইহারা যে ধর্মজীবন যাপন করেন, নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করেন, তাহা স্বর্গের জন্য, বা ইন্দ্রত্ব লাভের জন্য নহে; কোনো ভোগ, কোনো ঐশ্বর্য, দেহের কোনো বর্ণ, রূপ, বা সৌন্দর্য লাভের জন্য, যশের জন্য, কিংবা পশুজন্ম ও নরকাদির ভয়ে, তাহা ইহারা করেন না। সর্বজীবজগতের হিতের জন্য, সুখের জন্য, কল্যাণের জন্যই ইহারা ধর্মজীবন যাপন করেন, নিজের চরিত্র রক্ষা করেন।"

যৎ কায়ে ছিদ্যমানে সর্বসত্ত্বান্ মৈত্র্যা স্ফরতি। বেদনাভিশ্চ ন সংহ্রিয়তে। যৎ কায়ে ছিদ্যমানে য এবাস্য কায়ং ছিন্দন্তি তেষামেব প্রমোক্ষার্থং ক্ষমতে।

শিক্ষা, ৯ম পরি, পৃ, ১৮৭।

---

১ ন ত্বহং কাময়ে রাজ্যং
ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
কাময়ে দুঃখতপ্তানাং
কেবলমার্ত্তিনাশনম্।

"আমি রাজ্য চাহি না, স্বর্গ চাহি না, মুক্তি চাহি না, দুঃখসন্তপ্ত জীবগণের দুঃখনাশই আমার একমাত্র কামনা।"

"বোধিসত্ত্বের দেহ যখন ছিন্ন হইতে থাকে, তখনও বেদনা তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না। তখনও তিনি সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী বিস্তার করেন।[১]

"যাহারা তাঁহার দেহ ছিন্ন করিতে থাকে, তাহাদের মুক্তির জন্যই তিনি সমস্ত সহ্য করেন।"

১ আক্রুষ্টস্তাড়িতশ্চাপি মৈত্রীং ধ্যায়তি নাশুভম্॥

মহাভারত, শান্তি, ২৩৫।৩৪।

"তিরস্কৃত বা প্রহৃত হইয়াও তিনি মিত্রভাব প্রদর্শন করেন, তিনি কদাচ অন্যের অশুভ চিন্তা করেন না।"

যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি।
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ॥

বিষ্ণুপুরাণ, প্রথমাংশ, ১৮।৩৯-৪০।

"যাহারা আমাকে বধ করিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়াছিল, যাহারা হস্তীর দ্বারা আঘাত, বা সর্পের দ্বারা দংশন করাইয়াছিল, তাহাদের সকলেরই প্রতি আমি সমানভাবে মিত্রভাবাপন্ন। কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করি নাই॥"

যো হন্যাদ্যশ্চ মাং স্তৌতি তত্রাপি শৃণু জাজলে।
সমো তাবপি মে স্যাতাং ন হি মেঽস্তি প্রিয়াপ্রিয়ম্॥

মহা, শান্তি, ২৬১।৫৫।

"যে আমাকে আঘাত করে এবং যে আমার প্রশংসা করে, হে জাজলি, তাহাদের উভয়েই আমার নিকট সমান। আমার প্রিয় বা অপ্রিয় কেহ নাই।"

বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন—

নৈতেষাং সত্ত্বানাং তৎ কুশলমূলং বিদ্যতে যেন
তে আত্মানং পরিত্রায়েরন্। কঃ পুনর্বাদঃ পরম্।

শিক্ষা, ১৬শ পরি, পৃ, ২৮২।

"প্রাণিগণ বড়ো অসহায়। লোভের দ্বারা, মোহের দ্বারা, দোষের দ্বারা আচ্ছন্ন তাহারা। সুতরাং এমন কোনো কুশলকর্ম করিবার শক্তি তাহাদের নাই, যাহার দ্বারা তাহারা নিজেদের উদ্ধার করিবে। তাহারা যখন নিজেদেরই উদ্ধার করিতে পারে না—তখন পরকে উদ্ধার করিবে কিরূপে।"

অহং চ দুঃখোপাদানমুপাদদামি। ন নিবর্ত্তে, ন পলায়ামি, নোত্রস্যামি, ন সংত্রস্যামি, ন বিভেমি, ন প্রত্যুদাবর্ত্তে, ন বিষীদামি।

শিক্ষা, পরি, ১৬, পৃ, ২৮০।

"সুতরাং, আমিই সকলের দুঃখের ভার গ্রহণ করিতেছি। আমি এ বিষয়ে কৃতসংকল্প, অচল, অটল। কিছুতেই আমি এই কায হইতে নিবৃত্ত হইব না। দুঃখ দেখিয়া বিষণ্ণ হইব না, কম্পিত হইব না, ভয় পাইব না। ভীরুর মতো পলায়ন করিব না[১]।"

---

১ যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করযোরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥ ৪৫।

ময়া সর্বসত্ত্বাঃ পরিমোচয়িতব্যাঃ। ময়া সর্বজগৎ সমুত্তারয়িতব্যম্। জাতিকান্তারাজ্জরাকান্তারাদ্ব্যাধিকান্তারাৎ° সর্বাপত্তিকান্তারাৎ, সর্বাপায়কান্তারাৎ, অজ্ঞানসমুত্থিতকান্তারাৎ, ময়া সর্বসত্ত্বাঃ সর্বকান্তারেভ্যঃ পরিমোচয়িতব্যাঃ।

শিক্ষা, পার ১৬, পৃ, ২৮০।

নৈবোদ্বিজে পরদুরত্যয়বৈতরণ্যা-
স্ত্বদ্বীর্যগায়নমহামৃতমগ্নচিত্তঃ।
শোচে ততো বিমুখচেতস ইন্দ্রিয়ার্থ
মায়াসুখায় ভরমুদ্বহতো বিমূঢান্ ॥ ৪৩।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একঃ। ৪৪। ভাগবত, ৭।৯।

"বড়ো দুঃখী এই প্রাণিগণ। কামসম্ভোগাদি তুচ্ছ সুখের জন্য লালায়িত ইহারা। কিন্তু হায়, কামসম্ভোগে কি তৃপ্তি আছে। কাম কণ্ডূতির (চুলকানির) ন্যায়। উহা কি মানুষকে সুখ দিতে পারে। হাতে কণ্ডূতি হইলে যেমন দুই হাতে মর্দন করিলেও তৃপ্তি হয় না, অধিকন্তু দুঃখই হয়, সংসারী ব্যক্তির অভীষ্ট কামসম্ভোগাদি সুখও সেইরূপ। ধীর ব্যক্তি এ সুখের ইচ্ছা, কণ্ডূতির মতোই সহ্য করিবে। কিন্তু হায়, অধীর যাহারা, তাহারা তাহা কিরূপে পারিবে। বহু দুঃখই তাহাদের ভোগ করিতে হয়।

"আমার নিজের জন্য কোনো চিন্তা নাই, তোমার বীর্যগাথা আমার সহায়। সেই মহা-অমৃতরসে আমার চিত্ত মগ্ন। দুস্তর সংসারবৈতরণীকে আমি ভয় করি না। সেই মহা-অমৃতের আস্বাদ পায় নাই যাহারা, তাহা হইতে বিমুখ যাহারা, ইন্দ্রিয়বিষয়ক মায়াসুখের জন্য, সংসারের ভার বহন করিতেছে যাহারা, সেই মোহগ্রস্ত অভাগাদের জন্যই আমি শোক করিতেছি।

"সেই আতুর অভাগাদের পরিত্যাগ করিয়া, আমি একা মুক্তি চাহি না।"

"জগতের সমস্ত প্রাণীকে আমায় মুক্ত করিতে হইবে। সমস্ত জগৎকে উদ্ধার করিতে হইবে।

"জন্মমৃত্যুর অকূল পাথার হইতে, জরাব্যাধির গহন অরণ্য হইতে, কলুষ হইতে, বিনাশ হইতে, অজ্ঞানোত্থিত অন্ধকারের গহন গহ্বর হইতে, সর্বপ্রকারের দুরূহ দুর্গম কান্তার হইতে, সর্বজীবজগৎকে আমায় মুক্ত করিতে হইবে।"

বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন—

গ্লানানামস্মি ভৈষজ্যং ভবেয়ং বৈদ্য এব চ।
তদুপস্থায়কশ্চৈব যাবদ্রোগোঽপুনর্ভবঃ॥

বোধি, ৩।৭।

"আতুর যাহারা, রোগী যাহারা, আমি তাহাদের ঔষধ, আমি তাহাদের বৈদ্য। রোগ দূর না হওয়া পর্যন্ত, আমি তাহাদের শয্যা-পার্শ্বচারী পরিচারক।"

দরিদ্রাণাঞ্চ সত্ত্বানাং নিধিঃ স্যামহমক্ষয়ঃ।
নানোপকরণাকারৈরুপতিষ্ঠেয়মগ্রতঃ॥

ঐ, ৩।৯।

"দরিদ্র ব্যক্তিগণের আমি অক্ষয় নিধিস্বরূপ। নানা উপকরণরূপে আমি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত।"

অনাথানামহং নাথঃ সার্থবাহশ্চ যায়িনাম্।
পারেপ্সূনাঞ্চ নৌভূতঃ সেতুঃ সংক্রম এব চ॥

ঐ, ৩।১৭।

"আমি অনাথের নাথ, পথিকের পথপ্রদর্শক, নদ-নদী-উত্তরণকামীর নৌকা, সেতু, সংক্রম (বাঁধ)।"

দীপার্থিনামহং দীপঃ শয্যা শয্যার্থিনামহম্।
দাসার্থিনামহং দাসো ভবেয়ং সর্বদেহিনাম্॥

ঐ, ৩।১৮।

"আমি দীপাকাঙ্ক্ষীর দীপ, আমি শয্যাকাঙ্ক্ষীর শয্যা, আমি দাসাকাঙ্ক্ষীর দাস।"

আত্মভাবাংস্তথা ভোগান্ সর্বত্র্যধ্বগতং শুভম্।
নিরপেক্ষস্ত্যজাম্যেষ সর্ব্বসত্ত্বার্থসিদ্ধয়ে॥

ঐ, ৩।১০। শিক্ষা, ১ম পরি, পৃ, ১৭।

"জীবজগতের স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আমার সর্বজন্মের সর্বদেহ, সর্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু, অতীত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, সর্বকালের কুশলকর্ম নিরাসক্ত হইয়া ত্যাগ করিতেছি।"

সর্বত্যাগশ্চ নির্বাণং নির্ব্বাণার্থি চ মে মনঃ।
ত্যক্তব্যং চেন্ময়া সর্বং বরং সত্ত্বেষু দীয়তাম্[1] ॥

ঐ, ৩।১১।

---

১ ধনানি জীবিতং চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ।
সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি॥

হিতোপদেশ, মিত্রলাভ, ৪৩।

"ধন এবং জীবন, একদিন না একদিন ধ্বংস হইবেই। ইহার ধ্বংস যখন সুনিশ্চিত, তখন ইহা সদুপলক্ষ্যে দান করাই শ্রেয়। এরূপ অবস্থায়, বুদ্ধিমান বিবেচক ব্যক্তির পক্ষে, ইহা পরের জন্য পরিত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত।"

"নির্বাণ লাভ করিতে হইলে সমস্ত ত্যাগ করিতে হয়; আমার মন নির্বাণকামী, অতএব সমস্তই যখন আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তখন তাহা প্রাণিগণকে দান করাই শ্রেয়।"

যথাসুখীকৃতশ্চাত্মা ময়ায়ং সর্বদেহিনাম্।
ঘ্নন্তু নিন্দন্তু বা নিত্যমাকিরন্তু চ পাংসুভিঃ॥
ক্রীড়ন্তু মম কায়েন হসন্তু বিলসন্তু চ।
দত্তস্তেভ্যো ময়া কায়শ্চিন্তয়া কিং মমানয়া॥
কারয়ন্তু চ কর্মাণি যানি তেষাং সুখাবহম্।

ঐ, ৩।১২-১৪।

"সর্বজীবের যথেচ্ছ সুখলাভের জন্য আমার এই দেহ। আঘাত করুক, নিন্দা করুক, ধূলির দ্বারা আচ্ছন্ন করুক, ক্রীড়া হাস্য বিলাসাদি, তাহাদের সুখকর যে-কোনো কার্য তাহারা করুক, তাহাদিগকেই এই দেহ সমর্পণ করিয়াছি—নিজের সুখদুঃখের চিন্তায় আর আমার কী অধিকার।"

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ॥

ঐ, ৩।২১।

"অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে, যতদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব নির্বাণ লাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত, এইভাবে নানারূপে, আমি তাহাদের উপজীব্য হইব।"

অভ্যাখ্যাস্যন্তি মাং যে চ
যে চান্যেঽপ্যপকারিণঃ।
উৎপ্রাসকাস্তথান্যেঽপি
সর্বে স্যুর্বোধিভাগিনঃ॥

ঐ, ৩।১৬।

"যাহারা আমাকে মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিবে, যাহারা আমার শারীরিক ও মানসিক অপকার করিবে, যাহারা আমাকে উপহাস করিবে, বিদ্রূপ করিবে, নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত করিবে, তাহারা, এবং অবশিষ্ট অন্য সকলেও, যেন (সাধনার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন) বোধি লাভ করে।"

সর্বত্র ক্ষেত্রেষু চ সর্বপ্রাণিনাং
সর্বে চ দুঃখাঃ প্রশমন্তু লোকে।
যে সত্ত্ব বিকলেন্দ্রিয় অঙ্গহীনা-
স্তে সবি সকলেন্দ্রিয় ভোন্তু সাংপ্রতং॥
যে ব্যাধিতা দুর্বলক্ষীণগাত্রা
নিস্ত্রাণভূতাঃ শয়িতা দিশাসু।
তে সবি মুচ্যন্তু চ ব্যাধিতো লঘু
লভন্তু চারোগ্য বলেন্দ্রিয়াণি॥
যে রাজচৌরশঠতর্জিত বধ্যপ্রাপ্তা
নানাবিধৈর্ভয়শতৈর্ব্যসনোপপন্নাঃ॥
তে সবি সত্ত্ব ব্যসনাগতদুঃখিতা হি
মুচ্যন্তু তৈর্ভয়শতৈঃ পরমৈঃ সুঘোরৈঃ॥

যে তাড়িতা বন্ধনবদ্ধপীড়িতা বিবিধেষু ব্যসনেষু চ সংস্থিতা হি।
অনেক আয়াসসহস্র আকুলা বিচিত্রভয়দারুণশোকপ্রাপ্তাঃ॥
তে সবি মুচ্যন্ত্বিহ বন্ধনেভ্যঃ সংতাড়িতা মুচ্যিষু তাড়নেভ্যঃ।
বধ্যাশ্চ সংযুজ্যিষু জীবিতেন ব্যসনাগতা নির্ভয় ভোন্তু সর্বে॥
যে সত্ত্ব ক্ষুত্তর্ষপিপাসপীড়িতা লভন্তু তে ভোজনপানচিত্রম্।
অন্ধাশ্চ পশ্যন্তু বিচিত্ররূপাং বধিরাশ্চ শৃণ্বন্তু মনোজ্ঞঘোষান্॥

নগ্নাশ্চ বস্ত্রাণি লভন্তু চিত্রাং দরিদ্রসত্ত্বাশ্চ নিধিং লভন্তু।
প্রভূতধনধান্যবিচিত্ররত্নৈঃ সর্ব্বে চ সত্ত্বাঃ সুখিনো ভবন্তু॥
মা কস্যচিদ্ ভাবতু দুঃখবেদনাঃ সৌখ্যান্বিতাঃ সত্ত্ব ভবন্তু সর্বে।
বিবর্জ্জয়ন্তু খলু পাপকর্ম চরন্তু কুশলানি শুভক্রিয়াণি॥
শিক্ষা, পরি, ১২, পৃ, ২১৭-২১৮।

"সর্বজগতের সর্বজীবের সর্বদুঃখ দূর হউক।

"যাহারা অঙ্গহীন, বিকলেন্দ্রিয়, তাহারা তাহাদের ইন্দ্রিয়সমূহ লাভ করুক।

"যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত, দুর্বল ও ক্ষীণকায়, অরক্ষিত হইয়া যাহারা দিকে দিকে শায়িত রহিয়াছে, তাহারা সত্বর ব্যাধিমুক্ত হউক, সুস্থ হউক, সবল ইন্দ্রিয় লাভ করুক।

"যাহারা রাজা, চৌর বা শঠ হইতে ভীতিগ্রস্ত, প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, নানা ভয় ও দুর্বিপাকে যাহারা বিপন্ন, সেই আপদগ্রস্ত দুঃখী প্রাণিগণ সেই ভীষণ ভয় হইতে মুক্ত হউক।

"যাহারা অত্যাচারিত, বন্ধনপীড়িত, বিবিধ দুর্গতির মধ্যে যাহারা অবস্থিত, সহস্র প্রকারের কষ্টে যাহারা আকুল, নানা বিভীষিকা ও নিদারুণ শোকে আচ্ছন্ন যাহারা; সেই অত্যাচারিতের দল, অত্যাচার হইতে মুক্ত হউক, বন্ধনপীড়িতের দল, বন্ধন হইতে মুক্ত হউক। বধ্যগণ জীবন লাভ করুক, বিপন্নগণ নির্ভয় হউক।

"ক্ষুধার্ত্ত যাহারা, তাহারা নানা ভোগ্যসামগ্রী লাভ করুক; তৃষ্ণার্ত যাহারা, তাহারা পানীয় লাভ করুক।

"অন্ধগণ বিচিত্ররূপ দর্শন করুক, বধিরগণ মনোজ্ঞ শব্দ শ্রবণ করুক। নগ্নগণ বস্ত্র, ও দরিদ্রগণ ঐশ্বর্য লাভ করুক।

"প্রভূত ধনধান্য ও নানা রত্ন লাভ করিয়া, সকল প্রাণী সুখী হউক। কাহাকেও যেন দুঃখ অনুভব করিতে না হয়।

"সকলে পাপ বর্জন, পুণ্য অর্জন ও কল্যাণ আচরণ করুক।"

এখন বোধিসত্ত্বগণ কী ভাবে ক্রোধদ্বেষাদি জয়, ও ক্ষমা অভ্যাস করিয়া, মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইতেন, সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।

পিত্তাদিষু ন মে কোপো মহাদুঃখকরেষ্বপি।
সচেতনেষু কিং কোপস্তেঽপি প্রত্যয়কোপিতাঃ॥

বোধি, ৬।২২।

"অনিষ্টকারীর উপর আমাদের ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে, আর অনিষ্টকারীর উপর ক্রুদ্ধ হইতে হইলে, শরীরস্থ বায়ুপিত্তাদি দোষত্রয়ের উপরই আমাদের প্রথম ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত; কেননা, উহারাই কুপিত হইয়া, শরীরে নানা ব্যাধি উৎপন্ন করত, আমাদিগকে যত প্রকার দুঃখ দেয়।

"তথাপি আমরা উহাদের উপর ক্রুদ্ধ হই না, কেননা, উহারা অচেতন ও পরাধীন। সজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে, কুপিত হইবার ক্ষমতা উহাদের নাই। যে-উপাদানে উহারা সৃষ্ট হইয়াছে, তাহাই (অর্থাৎ উহাদের কারণসমূহই), উহাদিগকে প্রকুপিত হইতে বাধ্য করে।

"সচেতন সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা চলে। সজ্ঞানে, স্বাধীনভাবে, কুপিত হইয়া, যে, উহারা আমাদের অনিষ্ট করে, বা দুঃখ দেয়, তাহা নহে। প্রাক্তন কর্মদোষ হইতেই উহা হয়। প্রাক্তন কর্মসমূহই উহাদের কারণ, উপাদান, বা নিমিত্ত (হেতু প্রত্যয়), তাহারাই উহাদিগকে কুপিত করিয়া, অপরের অনিষ্ট করিতে বাধ্য করে[১]।"

১ মনুষ্য যে-সমস্ত শুভাশুভ কর্ম করে, উহা পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফল।

মহাভারত, বনপর্ব, ৩২ অ।

অনিষ্যমাণমপ্যেতচ্ শূলমুৎপদ্যতে যথা।
অনিষ্যমাণোপি বলাৎ ক্রোধ উৎপদ্যতে তথা॥

ঐ, ৬।২৩।

"সচেতন ও অচেতন উভয়েই সমান পরাধীন। পিত্তাদির ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়াই যেমন শূলবেদনা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ প্রাণিগণ ইচ্ছা করুক, বা না করুক, ক্রোধ বলপূর্বক উৎপন্ন হয়।"

কুপ্যামীতি ন সংচিন্ত্য কুপ্যতি স্বেচ্ছয়া জনঃ।
উৎপৎস্য ইত্যভিপ্রেত্য ক্রোধ উৎপদ্যতে ন চ॥

ঐ, ৬।২৪।

"অচেতন পিত্তাদি যেমন জ্ঞানপূর্বক চিন্তা করিয়া, কুপিত হয় না, সচেতন ব্যক্তিগণও ঠিক সেইরূপ, "এইবার আমি ক্রুদ্ধ হইব,"—জ্ঞানপূর্বক এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, ক্রুদ্ধ হয় না। ক্রোধও, "এইবার আমি উৎপন্ন হইব," এইরূপ ভাবিয়া, স্বেচ্ছায়, স্বাধীনভাবে, উৎপন্ন হয় না।"

উমা চিত্রকেতুকে অভিশাপ দেন, যে, তিনি স্বর্গচ্যুত হইয়া, পাপযোনিতে অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। চিত্রকেতু তাহার উত্তরে বলেন—'ইহা আমার প্রাক্তন কর্মবশতই হইবে; অভিশাপবশত নহে—কারণ, মানবের প্রাক্তন কর্মই তাহার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে।'

প্রতিগৃহ্ণামি তে শাপমাত্মনোঽঞ্জলিনাঽম্বিকে।
দেবৈর্মর্ত্যায় যৎপ্রোক্তং পূর্বদিষ্টং হি তস্য তৎ॥

ভাগবত, ৬।১৭।১৭।

"হে অম্বিকে, আপনার শাপ আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া গ্রহণ করিতেছি। দেবতাগণ মর্ত্যবাসীকে শাপ বা বররূপে যাহা বলেন, তাহা ঐ মর্ত্যবাসীর প্রাক্তন কর্মের ফল ব্যতীত আর কিছু নহে।"

যে কেচিদপরাধাস্তু পাপানি বিবিধানি চ।
সর্বং তৎ প্রত্যয়বলাৎ স্বতন্ত্রং তু ন বিদ্যতে ॥

ঐ, ৬।২৫।

"যত প্রকারেব অপরাধ, যত রকমের পাপ, সমস্তই নিজ নিজ কারণ, বা নিমিত্তবশতই (হেতুপ্রত্যয়বশতই) উৎপন্ন হয়। সকলেই পরতন্ত্র, স্বতন্ত্র কেহই নহে।"

ন চ প্রত্যয়সামগ্র্যা জনয়ামীতি চেতনা।
ন চাপি জনিতস্যাস্তি জনিতোস্মীতি চেতনা ॥

ঐ, ৬।২৬।

"কারণ, উপাদান, বা নিমিত্তসমূহেব (হেতুপ্রত্যযেব), "আমি ইহাকে উৎপন্ন করিতেছি", এইরূপ কোনও চেতনাবুদ্ধি নাই, আবাব উৎপন্ন বস্তুরও, "আমি ইহার দ্বাবা উৎপন্ন হইতেছি, বা হইলাম", এইরূপ কোনও চেতনাবুদ্ধি নাই।"

এবং পরবশং সর্বং যদ্বশং সোঽপি চাবশঃ।
নির্মাণবদচেষ্টেষু ভাবেষ্বেবং ক্ব কুপ্যতে ॥

ঐ, ৬।৩১।

"এইরূপে সংসারের সকলেই পরাধীন, যাহাব অধীন সেও স্বাধীন নহে। নির্মিত পুত্তলিকাবৎ, সকলেই অপরেব ক্রীড়নক হইয়া কার্য করিতেছে। কোথায় কাহার উপব ক্রুদ্ধ হইব।"

তস্মাদমিত্রং মিত্রং বা দৃষ্ট্বাপ্যন্যায়কারিণম্।
ঈদৃশাঃ প্রত্যয়া অস্যেত্যেবং মত্বা সুখী ভবেৎ ॥

ঐ, ৬।৩৩।

"অতএব অন্যায়কারী ব্যক্তি, মিত্রই হউক, অথবা অমিত্রই হউক, তাহাকে দেখিয়া দুঃখ পাইয়ো না। অপকার-করণশীল কারণসমূহ তাহার মধ্যে বহিয়াছে বলিয়াই সে অপকার করিতেছে—ইহা মনে করিয়া শান্ত থাকিয়ো।

"পরাধীন তাহাবা, তাহাদেব অপবাধ কী। তাহাদের নিজ নিজ পূর্বাবস্থা, বা নিজ নিজ প্রাক্তন কর্ম, বা নিজ নিজ কারণ, উপাদান ও নিমিত্তসমূহই, তাহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে[১]।"

---

১ বৈদিকগণ কী ভাবে ক্রোধদ্বেষাদি জয়, ও ক্ষমা অভ্যাস করিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ উদাহরণ এখানে দেওযা হইল :—

গৌতমী নামে এক ধর্মপরায়ণা ব্রাহ্মণী ছিলেন; তাঁহাব একমাত্র পুত্রেব সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। কোনও ব্যাধ ঐ দংশনকাবী সর্পকে পাশ-বদ্ধ কবিয়া, ব্রাহ্মণীর নিকট আনযন করে, এবং ঐ সর্পেব প্রাণনাশের অনুমতি প্রার্থনা কবে। গৌতমী সর্পকে হত্যা না করিয়া মুক্তি দিতে চাহেন। ব্যাধ সর্পের প্রাণনাশের জন্য, নানা যুক্তির দ্বারা, গৌতমীকে উত্তেজিত করিবাব চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু কিছুতেই গৌতমী সর্পেব প্রাণনাশেব অনুমতি দেন না। তিনি কেবলই বলিতে থাকেন,—"এই সর্পেব প্রাণসংহার করিলে আমার পুত্র পুনর্জীবিত হইবে না! আর ঐ কার্যের দ্বারা আমারও পুণ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব তুমি অচিরাৎ এই জীবিত সর্পকে পরিত্যাগ করো।"

তথাপি ব্যাধ তাঁহাকে বার বার সনির্বন্ধ অনুরোধ করিতে থাকে। পরিশেষে গৌতমী বলেন—"কাল, সর্প বা মৃত্যু, আমার পুত্রের বিনাশের কারণ নহে। আমার পুত্র স্বীয় কর্মদোষেই নিহত হইয়াছে। আমিও আপনার কর্মবশত পুত্রশোক প্রাপ্ত হইয়াছি। তুমি এই সর্পকে পরিত্যাগ করো।"

ব্যাধ সর্পকে পরিত্যাগ করিল। মহা, অনু, অ, ১।

"কাহার দোষ ধরিব। এই কারণ, উপাদান, বা নিমিত্তসমূহই কি স্বাধীন। তাহারা কি স্বেচ্ছায় জ্ঞানপূর্বক উহা করাইতেছে। যন্ত্রের মতো একে অন্যকে চালনা করিতেছে, আবার তাহাকেও ঠিক সেইরূপ অন্যে (অর্থাৎ তাহাব হেতুপ্রত্যয়), চালনা করিতেছে।"

প্রমাদাদাত্মনাত্মানং বাধন্তে কণ্টকাদিভিঃ।
ভক্তচ্ছেদাদিভিঃ কোপাদ্°।
উদ্বন্ধনপ্রপাতৈশ্চ বিষাপথ্যাদিভক্ষণৈঃ।
নিঘ্নন্তি কেচিদাত্মানম্°।
যদৈবং ক্লেশবশ্যত্বাদ্ ঘ্নন্ত্যাত্মানমপি প্রিয়ম্।
তদৈষাং পরকায়েষু পরিহারঃ কথং ভবেৎ॥

ঐ, ৬।৩৫-৩৭।

অবন্তীদেশের, এক শমপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয়, নিবাসক্ত ব্রাহ্মণ, ভিক্ষুক-বেশে, দেশে দেশে, ভ্রমণ করিতেন। দুরাত্মাগণ, সেই মলিনবেশধারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেব নানাপ্রকাব লাঞ্ছনা করিত। কেহ তাঁহাকে কটু ও মর্মঘাতী বাক্যের দ্বাবা তিরস্কার করিত, কেহ তাঁহাব কমণ্ডলু, অক্ষমালা, চীবর ও কন্থাদি লইয়া পলায়ন করিত, কেহ বা সেই সমস্ত বস্তু, পুনরায় তাঁহাকে প্রদান করিতে আসিত, এবং তিনি গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলে, লইয়া পলাইত। তিনি যখন নদীতটে বসিয়া অন্নাদি ভোজন করিতেন, তখন কোনো পাপিষ্ঠ, তাঁহার অন্নে মূত্র, ও মস্তকে নিষ্ঠীবনাদি ত্যাগ করিত।

সেই মৌন ব্যক্তিকে তাহারা বলপূর্বক কথা কহাইত, এবং কথা না কহিলে প্রহার করিত, কেহ বা তাঁহাকে চোর বলিয়া তর্জন করিত, কেহ বা রজ্জুদ্বারা বন্ধন করিত। কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, "অহো, এই মহাত্মা দেখিতেছি পর্বতের মতো ধৈর্যশালী; নিশ্চয় ইহার

"ক্রুদ্ধ ও প্রমত্ত মানব কণ্টকাদির দ্বারা, নিজে নিজেকে আঘাত করে ; আহার পরিত্যাগ করিয়া উপবাসী থাকে। কেহ উদ্বন্ধনের দ্বারা, কেহ উচ্চস্থান হইতে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করিয়া, কেহ বিষাদি ভক্ষণ করিয়া, আত্মহত্যা করে।

"পরাধীন না হইয়া স্বাধীন হইলে কি এমন হইত। সকলেই নিজের সুখ ইচ্ছা করে। দুঃখ ইচ্ছা করে কে।

কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য আছে—যাহা সাধনের জন্য ইনি বকব্রত ধারণ করিয়াছেন।"

ফলত সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া দুরাত্মাগণ ক্রীড়নকের ন্যায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। সেই শান্ত জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা কিছুতেই বিচলিত হইতেন না।

যে-প্রকার চিন্তার দ্বারা, তিনি তাঁহার ক্রোধাদি জয় করিয়াছিলেন, তাহার কিঞ্চিৎ এখানে উদ্ধৃত হইল ঃ—

নায়ং জনো মে সুখদুঃখহেতুর্ন দেবতাত্মাগ্রহকর্মকালাঃ।

মনঃ পরং কারণমামনন্তি সংসারচক্রং পরিবর্তয়েদ্যৎ॥ ৪৩।

"সংসারে কোনও ব্যক্তি কাহারও সুখ বা দুঃখের কারণ নহে। ইন্দ্রিয়-সমূহও, সুখদুঃখের কারণ নহে। সেইরূপ, আত্মা, গ্রহ, কর্ম, বা কালও, সুখদুঃখের কারণ নহে। এই সংসারচক্রকে যে পরিভ্রমণ করাইতেছে, সেই মনই সুখদুঃখের একমাত্র কারণ।"

মনোবশেহন্যে হ্যভবংস্ম দেবা মনশ্চ নান্যস্য বশং সমেতি।

ভীষ্মো হি দেবঃ সহসঃ সহীয়ান্যুঞ্জ্যাদ্বশে তং স হি দেবদেবঃ॥ ৪৮।

"অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় মনের বশীভূত। কিন্তু মন কোনও ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয় না। বলিষ্ঠ হইতে বলিষ্ঠতর, অতি দুর্দান্ত, অতি ভয়ংকর, সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, সেই মনকে জয় করো।"

"কামক্রোধাদির অধীনতাহেতু, হতভাগ্য জীব, যখন সংসারে সর্বাপেক্ষা প্রিয় আপনাকেই এই ভাবে আঘাত করে, তখন অপরকে আঘাত করিবে না, ইহা কিরূপে হইতে পাবে।'

ক্লেশোন্মত্তীকৃতেষ্বেষু প্রবৃত্তেষ্বাত্মঘাতনে।
ন কেবলং দয়া নাস্তি ক্রোধ উৎপদ্যতে কথম্॥
বোধি, ৬।৩৮।

তং দুর্জয়ং শক্রমসহ্যবেগমরুন্তুদং তন্ন বিজিত্য কেচিৎ।
কুর্বন্ত্যসদ্বিগ্রহমত্র মর্ত্যৈর্মিত্রাণ্যুদাসীনরিপূন্ বিমূঢ়াঃ॥ ৪৯।

"সেই (সর্বসুখদুঃখের একমাত্র কারণ),অসহ্য শক্তির আধার, মর্মঘাতী দুর্জয় শক্রকে জয় না কবিয়া, মূঢ়গণ, মানুষের সঙ্গে মিথ্যা কলহ করিতেছে। মিথ্যাই মানুষের মধ্যে, শক্র মিত্র নিরপেক্ষাদি সৃষ্টি করিতেছে।"

দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি॥ ৫০।

"মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত এই দেহকেই 'আমি', এবং অন্য কতকগুলি দেহকে, বা বস্তুকে,'আমার' বলিয়া ধরিয়া লইয়া, এই 'আমি', এই 'অন্য', এই 'আমার', এই 'অন্যের', এইরূপ ভ্রান্তিব দ্বারা, মনুষ্যগণ অগাধ তমসাচ্ছন্ন সংসারে ভ্রমণ করিতেছে।"

জনস্য হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনশ্চাত্র হ ভৌময়োস্তৎ।
জিহ্বাং ক্বচিৎ সংদশতি স্বদদ্ভিস্তদ্বেদনায়াং কতমায় কুপ্যেৎ॥ ৫১।

"যদি বলো, মানুষই মানুষের সুখদুঃখের কারণ, মানুষই মানুষকে সুখদুঃখ দেয়; তাহা হইলে প্রশ্ন উঠিবে, মানুষের আত্মা কি অন্যের আত্মাকে সুখদুঃখ দেয়, না মানুষের ভৌতিক দেহই অন্যের দেহকে সুখ-দুঃখ দেয়। আত্মা নিষ্ক্রিয়, নির্বিকাব। সুতবাং আত্মা, আত্মাকে সুখদুঃখ দেয় না, বা নিজেও ভোগ করে না। এক দেহ অন্য দেহকে

"পিশাচগ্রস্ত ব্যক্তি নানারূপ ক্ষতিকর কার্য করিলেও, আমরা তাহার উপব ক্রুদ্ধ হই না। বরং তাহার উপব আমাদের দয়াই হয়।

"তাহা হইলে, কামক্রোধরূপ-পিশাচের দ্বারা গ্রস্ত, যে-সমস্ত ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া, ঐ ভাবে,অথবা পরাপকাবাদি পাপাচরণের দ্বারা, আত্মঘাতী হইতে বসিয়াছে—তাহাদের উপর দয়া না হইয়া ক্রোধ হয় কিরূপে।"

যদি স্বভাবো বালানাং পরোপদ্রবকারিতা।
তেষু কোপো ন যুক্তো মে যথাগ্নৌ দহনাত্মকে॥
ঐ, ৬।৩৯।

আঘাত করে। তাহা হইলে কাহাকে দোষ দিবে। দন্ত, জিহ্বাকে দংশন করিলে, কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে।"

দুঃখস্য হেতুর্যদি দেবতাস্ত কিমাত্মনস্তত্র বিকারয়োস্তৎ।

যদঙ্গমঙ্গেন নিহন্যতে ক্বচিৎ ক্রুধ্যেত কস্মৈ পুরুষঃ স্বদেহে॥ ৫২।

"যদি বলো, ইন্দ্রিয়ই সুখদুঃখের কাবণ। তাহা হইলেই বা কাহাকে অভিযুক্ত কবিবে। হস্তের দ্বারা চক্ষে, কিংবা চবণেব দ্বাবা চরণে, আঘাত পাইলে কাহাব উপব ক্রুদ্ধ হইবে।"

আত্মা যদি স্যাৎ সুখদুঃখহেতুঃ কিমন্যতস্তত্র নিজস্বভাবঃ। ৫৩।

"যদি বলো,আমিই আমার সুখদুঃখের কাবণ,আমার আত্মাই আমাকে সুখ দুঃখ দিতেছে। তাহা হইলে, সুখ দুঃখ, আমাবই প্রকৃতিগত। আমার স্বভাবহেতুই আমি দুঃখ পাইতেছি—অন্য কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।"

গ্রহা নিমিত্তং সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনোজস্য জনস্য তে বৈ। ৫৪।

"যদি বলো, গ্রহগণ সুখদুঃখেব কারণ। তাহা হইলে, তাহাতে আত্মার কী। যে জন্মগ্রহণ করে, তাহারই জন্মলগ্ন ধরিয়া গ্রহের প্রভাবাদি

"অগ্নির স্বভাব, দগ্ধ করা ; ইহা আমরা ভালোরূপেই জানি ; সেজন্য অগ্নিতে দগ্ধ হইলেও অগ্নির উপর আমরা ক্রুদ্ধ হই না।

"সেইরূপ, যদি পরের অপকার করা, মূর্খদের স্বভাব বলিয়াই ধরা যায়, তাহা হইলে, তাহাদেব উপব বাগ কবা যায় না। যখন তাহাদের উহাই স্বভাব, তখন তো উহা ঐরূপই হইবে।"

অথ দোষোয়মাগন্তুঃ সত্ত্বাঃ প্রকৃতিপেশলাঃ।
তথাপ্যযুক্তস্তৎকোপঃ কটুধূমে যথাম্বরে ॥

ঐ, ৬।৪০।

"যদি ধরা যায়, জীবগণ স্বভাবত শুদ্ধ, ঐ দোষ উহার মধ্যে আগন্তুক, তাহা হইলেও, জীবের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। স্বভাবত নির্মল আকাশে মেঘ হইলে, কেহই আকাশের উপর ক্রুদ্ধ হয় না।"

নির্ধারণ করা হয়। আত্মা তো জন্মগ্রহণ করে না—সুতরাং আত্মার উপর গ্রহের প্রভাব কোথায়।"

কর্মাস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তদ্ধি০ ।৫৫

"যদি বলো, কর্মই সুখদুঃখের কারণ ; তাহা হইলেই বা আত্মার কী। আত্মা নিষ্ক্রিয়, কোনো কর্মই সে করে না।"

কালস্তু হেতুঃ সুখদুঃখয়োশ্চেৎ কিমাত্মনস্তত্র তদাত্মকোহসৌ।
নাগ্নের্হি তাপো ন হিমস্য তৎ স্যাৎ ক্রুদ্ধ্যেত কস্মান্ন পরস্য দ্বন্দ্বম্ ॥৫৬।

ভাগবত, ১১।২৩।

"যদি বলো, কালই সুখদুঃখের কারণ। তাহা হইলেই বা আত্মার কী। অনাদি ও অনন্ত আত্মার অংশই তো কাল। অগ্নির তাপ কি অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে, না শীতের শৈত্য শীতকে কম্পিত করে। সুতরাং আত্মার সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব কোথায়।"

মুখ্যং দণ্ডাদিকং হিত্বা প্রেরকে যদি কুপ্যতে।
দ্বেষেণ প্রেরিতঃ সোঽপি দ্বেষে দ্বেষোস্তু মে বরম্॥
ঐ, ৬।৪১।

"যখন কেহ দণ্ডাদি নিক্ষেপ করিয়া আমাকে আঘাত করে, তখন আমি ঐ দণ্ডাদির উপর ক্রুদ্ধ হই না; ঐ দণ্ডাদি যাহার দ্বারা প্রেরিত হয়, তাহার উপরই ক্রুদ্ধ হই। অতএব দ্বেষের দ্বারা প্রেরিত জীব যখন আমাকে আঘাত করে, তখন জীবের উপর দ্বেষ না করিয়া, দ্বেষের উপরেই আমার দ্বেষ করা উচিত।"

তচ্ছস্ত্রং মম কায়শ্চ দ্বয়ং দুঃখস্য কারণম্।
তেন শস্ত্রং ময়া কায়ো গৃহীতঃ কুত্র কুপ্যতে॥
ঐ, ৬।৪৩।

"যাহার দ্বারা আমাকে আঘাত করা হয়, সেই অস্ত্র, এবং যেখানে আমি আঘাত পাই, সেই দেহ, এই উভয়ই দুঃখের কারণ। অস্ত্রধারী শত্রু, এবং দেহধারী আমি, এই উভয়ের মধ্যে কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।"

গণ্ডোঽয়ং প্রতিমাকারো গৃহীতো ঘট্টনাসহঃ।
তৃষ্ণান্ধেন ময়া তত্র ব্যথায়াং কুত্র কুপ্যতে॥
ঐ, ৬।৪৪।

"অতি সহজেই যাহা ব্যথা পায়, সেই পক্ক স্ফোটকের ন্যায় এই দেহ, আমি স্বয়ং তৃষ্ণান্ধ হইয়া গ্রহণ করিয়াছি; ব্যথা পাইয়া কোথায় কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইব।"

দুঃখং নেচ্ছামি দুঃখস্য হেতুমিচ্ছামি বালিশঃ।
স্বাপরাধাগতে দুঃখে কস্মাদন্যত্র কুপ্যতে ॥

ঐ, ৬।৪৫।

"দণ্ডাদিব আঘাতজনিত দুঃখ আমি চাহি না, অথচ, ঐ দুঃখের কারণ এই দেহ আমি চাহিতেছি, এমনই মূর্খ আমি।

"আমার দোষেই আমি দুঃখ পাইতেছি। আমিই মূল অপবাধী, অন্যত্র (সহকারী অপরাধীর উপব) কেন আমি ক্রুদ্ধ হইতেছি।"

এতানাশ্রিত্য মে পাপং ক্ষীয়তে ক্ষমতো বহু।
মামাশ্রিত্য তু যান্ত্যেতে নরকান্ দীর্ঘবেদনান্ ॥

অহমেবাপকার্যেষাং মমৈতে চোপকারিণঃ।
কস্মাদ্বিপর্যয়ং কৃত্বা খলচেতঃ প্রকুপ্যসি ॥

ঐ, ৬।৪৮-৪৯।

"যাহাদিগকে আমি অপকারী মনে করি, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে বহুবার ক্ষমা করিতে করিতে), আমার ক্ষমাগুণ অর্জন হয়, এবং সেজন্য প্রাক্তন পাপ ক্ষয় হইয়া যায়। এদিকে আমাকে অবলম্বন করিয়া,তাহাদের হিংসাদ্বেষাদি উৎপন্ন হয়, এবং সেজন্য তাহারা দীর্ঘকাল দুঃসহদুঃখদায়ী নরকে গমন করে।

"তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, আমি যাহাদিগকে অপকারী মনে করি, বস্তুত ,তাহারা আমার উপকারী, এবং আমিই তাহাদের অপকারী। ইহার বিপরীত সিদ্ধান্ত করিয়া, হে খলচিত্ত, কেন তুমি ক্রুদ্ধ হইতেছ।"

গুরুসালোহিতাদীনাং প্রিয়াণাং চাপকারিষু।
পূর্ববৎ প্রত্যয়োৎপাদং দৃষ্ট্বা কোপং নিবারয়েৎ ॥

ঐ, ৬।৬৫।

"যখন কেহই স্বাধীন নহে, সকলেই পরাধীন, প্রাক্তন কর্মই যখন প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, উহাই যখন প্রত্যেকের প্রতি আচরণের কারণ ও নিমিত্ত; উহাই যখন বলপূর্বক সকলকে সকল কর্ম করাইতেছে; তখন, আমার নিজের প্রতি উপদ্রবকারীর উপর যেমন ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে, সেইরূপ রক্তসম্পর্কীয় অন্যান্য আত্মীয়স্বজন, প্রিয়ব্যক্তি ও গুরুজন-দিগের প্রতি উপদ্রবকারীর উপরও ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে।"

প্রতিমাস্তূপসদ্ধর্মনাশকাক্রোশকেষু চ।
ন যুজ্যতে মম দ্বেষো বুদ্ধাদীনাং ন হি ব্যথা ॥

ঐ, ৬।৬৪।

"প্রতিমা স্তূপ ও সদ্ধর্মের (বুদ্ধপ্রচারিত ধর্মের) উপর উপদ্রবকারী বা তাহা ধ্বংসকারীর উপরও দ্বেষ যুক্তিযুক্ত নহে। ঐ কার্যে বুদ্ধবোধি-সত্ত্বগণের কোনো ব্যথা হয় না।"

স্তুতির্যশোঽথ সৎকারো ন পুণ্যায় ন চায়ুষে।
ন বলার্থং ন চারোগ্যে ন চ কায়সুখায় মে ॥
মদ্যদ্যূতাদি সেব্যং স্যান্ মানসং সুখমিচ্ছতা।

বোধি, ৬।৯০।৯১।

"স্তুতি, যশ ও সম্মান, মানুষের কী কাজে লাগে। উহাতে মানুষেব পুণ্যও হয় না, আয়ুবৃদ্ধি বা বলবৃদ্ধিও হয় না। ব্যাধিও দূব হয় না। দৈহিক সুখলাভও উহাতে হয় না।

"উহাতে কিঞ্চিৎ মানসিক সুখ লাভ হইতে পারে। কিন্তু মানসিক সুখলাভ তো মদ্যাদিতেও হইয়া থাকে। মানসিক সুখলাভেব উপায় হইলেও, মূর্খ ও অধম জনেব আনন্দদায়ক মদ্যাদি যেমন আমরা অবৈধ ও অহিত বলিয়া পরিত্যাগ কবি, স্তুতি যশ ও সম্মানও ঠিক সেই ভাবে ত্যাগ করিতে হইবে।"[১]

যশোঽর্থং হারয়ন্ত্যর্থমাত্মানং মারয়ন্ত্যপি।
কিমক্ষরৈর্হি কর্তব্যং মৃতে কস্য চ তৎসুখম্ ॥

ঐ, ৬।৯২।

"অনেকে যশের জন্য জলের মতো অর্থ দান করে; অনেকে যশের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন কবে। মবিলে পব স্তুতিবাচক শব্দগুলিব দ্বারা হইবে কী। যশোগাথা শ্রবণ করিয়া সুখলাভ কবিবে কে।"

১ সম্মানাদ্ব্রাহ্মণো নিত্যমুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষেদবমানস্য সর্বদা ॥ মনু, ২।১৬২।
"ভয়ে, উদ্বেগে, বিষের মতন বিসর্জ সম্মান।
যাচো ব্রাহ্মণ, অমৃতের মতো অবিরত অবমান।"

যথা পাংশুগৃহে ভিন্নে রোদিত্যার্তরবং শিশুঃ।
তথা স্তুতিযশোহানৌ স্বচিত্তং প্রতিভাতি মে॥

ঐ, ৬।৯৩।

"শিশু যেমন তাহার বালুর গৃহ ভগ্ন দেখিয়া রোদন করে, স্তুতি ও যশোহানিতে, আমার চিত্তের অবস্থাও সেইরূপ দেখা যাইতেছে।"

স্তুত্যাদয়শ্চ মে ক্ষেমং সংবেগং নাশয়ন্ত্যমী।
গুণবৎসু চ মাৎসর্যং সম্পৎকোপং চ কুর্বতে॥

ঐ, ৬।৯৮।

"স্তুতি ও সম্মানাদি আমার কল্যাণ করে না, উহা আমার কল্যাণ নাশ করে[1]। গুণীগণের প্রতি মাৎসর্য সৃষ্টি করে। "আমার গুণ সর্বাপেক্ষা অধিক, আমারই সকল সম্পদ পাওয়া উচিত", এই মনোভাব সৃষ্টি করিয়া অন্যের সম্পদে ঈর্ষা ও ক্রোধ উৎপাদন করে।"

মুক্ত্যর্থিনশ্চাযুক্তং মে লাভসৎকারবন্ধনম্।
যে মোচয়ন্তি মাং বন্ধাদ্দ্বেষস্তেষু কথং মম॥

ঐ, ৬।১০০।

"আমি মুক্তিকামী, লাভ ও সম্মানাদির বন্ধন আমার যোগ্য নহে। যাঁহারা আমাকে ঐ বন্ধন হইতে মুক্ত করেন, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে[2]।"

১ অপমানাত্তপোবৃদ্ধিঃ সম্মানাত্তপসঃ ক্ষয়ঃ। আপস্তম্বসংহিতা, ১০।৯।

"অপমানে তপস্যার বৃদ্ধি ও সম্মানে তপস্যার ক্ষয় হয়।"

২ যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদ্ যদৃচ্ছয়া।
অর্চ্যতে বা কচিৎ তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ॥ ভাগবত, ১১।১১।১৫।

দুঃখং প্রবেষ্টুকামস্য যে কপাটত্বমাগতাঃ।
বুদ্ধাধিষ্ঠানত ইব দ্বেষস্তেষু কথং মম॥

ঐ, ৬।১০১।

"দুঃখে প্রবেশকামী আমার দ্বার তাঁহারা রুদ্ধ করিলেন, উহা যেন মহাকারুণিক বুদ্ধের করুণাবশতই হইল। এইরূপ উপকারী যাঁহারা, তাঁহাদের উপর আমার বিদ্বেষ হয় কিরূপে।"

পুণ্যবিঘ্নঃ কৃতোঽনেনেত্যত্র কোপো ন যুজ্যতে।
ক্ষান্ত্যা সমং তপো নাস্তি নন্বেতত্তদুপস্থিতম্॥

ঐ, ৬।১০২।

"ইহার দ্বারা আমার পুণ্যের (সৎকার্যের) বিঘ্ন হইল", এইরূপ মনে করিয়াও কাহারও উপর ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত নহে। কেননা, ক্ষমার সমান পুণ্য নাই, এবং এই ব্যক্তির জন্যই, সেই পুণ্যের সুযোগ উপস্থিত হইল।"

"হিংস্রব্যক্তিগণ তাঁহাকে হিংসা করুক, অথবা কেহ স্বেচ্ছাক্রমে তাঁহার কিঞ্চিৎ অর্চনা করুক—এই উভয়ক্রিয়ার কোনোটিতেই জ্ঞানীর কিছুমাত্র চিত্তবিকার হয় না।"

যঃ কণ্টকৈর্বিতুদতি চন্দনৈর্যশ্চ লিম্পতি।
অক্রুদ্ধোঽপরিতুষ্টশ্চ সমস্তস্য চ তস্য চ॥
(ভাগবতের উক্তশ্লোকের ভাষ্যে উদ্ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন)

"তাঁহার শরীরে কেহ কণ্টক বিদ্ধ করিতে থাকিলেও তিনি তাহার উপর রুষ্ট হন না; আবার কেহ তাহাতে চন্দন লেপন করিতে থাকিলেও তাহার উপর তুষ্ট হন না। উভয়কেই তিনি সমান চক্ষে দেখেন।"

অথাহমাত্মদোষেণ ন করোমি ক্ষমামিহ।
ময়ৈবাত্র কৃতো বিঘ্নঃ পুণ্যহেতাবুপস্থিতে॥

ঐ, ৬।১০৩।

"অসহিষ্ণু আমি তখন যদি নিজের দোষে তাহাকে ক্ষমা না করি, তবে আমার দ্বারাই আমার পুণ্যের বিঘ্ন হইল। পুণ্যের কারণ উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও আমি পুণ্য অর্জন করিলাম না।"

যো হি যেন বিনা নাস্তি যস্মিংশ্চ সতি বিদ্যতে।
স এব কারণং তস্য স কথং বিঘ্ন উচ্যতে॥

ঐ, ৬।১০৪।

"যাহা বিনা যাহা থাকে না এবং যাহা থাকিলেই যাহা থাকে, তাহাই তাহার কারণ, তাহাকে বিঘ্ন বলা যায় কিরূপে।"

ন হি কালোপপন্নেন দানবিঘ্নঃ কৃতোঽর্থিনা

ঐ, ৬।১০৫।

"দাতার যখন দান করিবার ইচ্ছা হয়, তখন যাচক উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা দানের বিঘ্ন হইল—ইহা যেমন বলা যায় না, সেইরূপ যখন আমি পুণ্য অর্জন করিতে চাই, তখন সেই ক্ষমারূপ মহাপুণ্যের কারণ, অপরাধী, উপস্থিত হইলে, তাহার দ্বারা পুণ্যের বিঘ্ন হইল—এমন কথা কেমন করিয়া বলি।"

সুলভা যাচকা লোকে দুর্লভাস্ত্বপকারিণঃ।
যতো মেঽনপরাধস্য ন কশ্চিদপরাধ্যতি॥

ঐ, ৬।১০৬।

"দানেচ্ছুব্যক্তির যাচকের অভাব হয় না, যাচক সংসারে সহজেই লাভ করা যায়। কিন্তু যে-ব্যক্তি কখনো কাহারও প্রতি কোনো অপরাধ করে না, সকলকে যে ভালোবাসে, সকলের যে উপকার করে, তাহার অপকারী পাওয়াই দুর্লভ।"

অশ্রমোপার্জিতস্তস্মাদ্‌গৃহে নিধিরিবোত্থিতঃ।
বোধিচর্যাসহায়ত্বাৎ স্পৃহণীয়ো মম রিপুঃ॥

ঐ, ৬।১০৭।

"সেই দুর্লভ বস্তু অ-শ্রম উপার্জিত নিধির ন্যায় স্বয়ং গৃহে আবির্ভূত হইয়াছে। বোধিচর্যার সহায়হেতু, রিপু আমার আকাঙ্ক্ষার ধন।"

ময়া চানেন চোপাত্তং তস্মাদেতৎ ক্ষমাফলম্।
এতস্মৈ প্রথমং দেয়মেতৎপূর্বা ক্ষমা যতঃ॥

ঐ, ৬।১০৮।

"তাঁহার ও আমার, এই উভয়ের দ্বারা, এই ক্ষমারূপ পুণ্যের ফল অর্জিত হইয়াছে। অতএব ইহার ভাগ, তাঁহাকেই প্রথমে দেওয়া উচিত। কারণ, তিনিই এই পুণ্যার্জনের প্রথম কারণ—প্রধান সাহায্যকারী।"

ক্ষমাসিদ্ধ্যাশয়ো নাস্ত তেন পূজ্যো ন চেদরিঃ।
সিদ্ধিহেতুরচিত্তোঽপি সদ্ধর্মঃ পূজ্যতে কথম্॥

ঐ, ৬।১০৯।

"যদি কেহ বলেন, ক্ষমাসিদ্ধির দ্বারা আমার পুণ্যার্জন হউক—এরূপ অভিপ্রায় তাঁহার ছিল না, অতএব পুণ্যকর্মের নিমিত্ত হইলেও শত্রু

পূজ্য নহেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, যে-সদ্ধর্ম আমাদের সর্বপ্রকার সিদ্ধির মূল, তাহাও তো অচিত্ত, অভিপ্রায়শূন্য, তাঁহার পূজা তবে আমরা করি কেন।”

অপকারাশয়োঽস্যেতি শত্রুর্যদি ন পূজ্যতে।
অন্যথা মে কথং ক্ষান্তির্ভিষজীব হিতোদ্যতে॥

ঐ. ৬।১১০।

“ইহার উত্তরে যদি কেহ বলেন—‘সদ্ধর্ম অচিত্ত, অভিপ্রায়শূন্য, ইহা ঠিক, কিন্তু শত্রু তো শুধু তাহাই নহে, তাহার যে অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে।’

“ইহার উত্তর এই যে, অপকারের অভিপ্রায় রহিয়াছে বলিয়াই তো শত্রু ক্ষমাসিদ্ধির কারণ। অপকারের অভিপ্রায় তাঁহার না থাকিলে তো ক্ষমার প্রসঙ্গই উঠিত না। অপকারের অভিপ্রায় না লইয়া, যদি বৈদ্যের মতো তিনি আমার হিত চেষ্টা করিতেন, তবে কি তাঁহার উপর আমার দ্বেষের সম্ভাবনাই থাকিত, না ক্ষমার প্রসঙ্গ উঠিত।”

তদ্দুষ্টাশয়মেবাতঃ প্রতীত্যোৎপদ্যতে ক্ষমা।
স এবাতঃ ক্ষমাহেতুঃ পূজ্যঃ সদ্ধর্মবন্ময়া॥

ঐ, ৬।১১১।

“তাঁহার দুষ্ট অভিপ্রায়কে অবলম্বন করিয়াই আমার ক্ষমা উৎপন্ন হয়। অতএব তিনিই ক্ষমার কারণ, সদ্ধর্মের ন্যায় তিনিও আমার পূজনীয়।”

অথাপি হস্তপাদাদি দাতব্যমিতি মে ভয়ম্।

বোধি, ৭।২০।

"জগতের সকলের দুঃখ নিজের স্কন্ধে লইতে হইবে—নিজের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে, প্রাণও দিতে হইবে, হস্তপদাদি প্রতি অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করিয়া দান করিতে হইবে", এইরূপ ভাবিয়া যাহাদের মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা না হয়, তাহাদের উদ্দেশে বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন :—

গুরুলাঘবমূঢ়ত্বং তন্মে স্যাদবিচারতঃ॥
ইদন্তু মে পরিমিতং দুঃখং সম্বোধিসাধনম্।
নষ্টশল্যব্যথাঽপোহে তদুৎপাটনদুঃখবৎ॥

ঐ, ৭।২০।২২।

"অপেক্ষাকৃত অধিক দুঃখ দূর করিবার জন্য, আমরা সকলেই অল্প দুঃখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লই। শরীরের কোথাও কণ্টকাদি বিদ্ধ হইলে, তাহা তুলিয়া লইতে দুঃখ হয়। তথাপি কণ্টকাদি-বিদ্ধজনিত দুঃখ হইতে, ঐ দুঃখ পরিমাণে অল্প বলিয়া, এবং ঐ অল্প দুঃখ কণ্টকাদি-বিদ্ধজনিত অধিক দুঃখ দূর করিতে সমর্থ বলিয়া, আমরা স্বেচ্ছায় ঐ দুঃখ বরণ করিয়া লই।

"বিদ্ধ কণ্টকাদি উত্তোলনে যে দুঃখ, মৈত্রীপথের দুঃখ সেইরূপ। মৈত্রীর বিপরীত বিদ্বেষাদি পাপপথের দুঃখ, কণ্টকাদি-বিদ্ধজনিত দুঃখবৎ। সুতরাং মৈত্রীপথের দুঃখ আমার বরণীয়। আমি যদি তাহা স্বেচ্ছায় বরণ না করি, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, আমার বিচার বুদ্ধির

অভাব ঘটিয়াছে, আমি মূঢ়, আমার গুরু লঘু জ্ঞান নাই। মৈত্রীর পথে চলিলে, অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হইবে, ইহা ঠিক। প্রয়োজন হইলে, আত্মদান করিতে হইবে; হস্তপদাদি অঙ্গ ছিন্ন করিয়া দান করিতেও হইতে পারে, তথাপি এই দুঃখ পরিমিত, এবং ইহার ফল সর্বজনকাম্য বোধিলাভ।"

কিন্তু বিদ্বেষের পথে, পাপের পথে কী হয়।

> ছেত্তব্যশ্চাস্মি ভেত্তব্যো দাহ্যঃ পাট্যোপ্যনেকশঃ।
> কল্পকোটীরসংখ্যেয়া ন চ বোধির্ভবিষ্যতি॥
>
> ঐ, ৭।২১।

যে-দুঃখের ভয়ে আমি ভীত, যে-অঙ্গাদিছেদনের আশঙ্কায় আমি মৈত্রীর পথে অগ্রসর হইতে ইতস্তত করিতেছি, বিদ্বেষের পথে, পাপের পথে, "কোটী কোটী বৎসর ধরিয়া অনবরত সেই অঙ্গাদি ছিন্ন হইবে, দগ্ধ হইবে, উৎপাটিত হইবে। অনবরত দুঃখ পাইব, বিভীষিকা দেখিব, অথচ আমার বোধিলাভও হইবে না।"

> সর্বেপি বৈদ্যাঃ কুর্বন্তি ক্রিয়াদুঃখৈররোগতাম্।
> তস্মাদ্বহূনি দুঃখানি হন্তুং সোঢ়ব্যমল্পকম্॥
>
> ঐ, ৭।২৩।

"সকল বৈদ্যই চিকিৎসার সময় চিকিৎসা ক্রিয়ার দ্বারা রোগীকে কিঞ্চিৎ পরিমাণে দুঃখ দিয়া থাকেন। ঐ দুঃখের দ্বারা তাঁহারা রোগীর রোগ দূর করিয়া থাকেন, বহু দুঃখ দূর করিবার জন্য এইরূপে অল্প দুঃখ সহ্য করিতেই হয়।"

ক্রিয়ামিমামপ্যুচিতাং বরবৈদ্যো ন দত্তবান্।
মধুরেণোপচারেণ চিকিৎসতি মহাতুরান্॥

ঐ, ৭।২৪

"চিকিৎসাক্রিয়ার জন্য ঐ অল্প পরিমাণ দুঃখ দেওয়া অন্যায় নহে। তথাপি সর্বব্যাধিচিকিৎসক বৈদ্যকুলশ্রেষ্ঠ ভগবান বুদ্ধ, চিকিৎসাক্রিয়ার ঐ স্বল্প পরিমাণ দুঃখও রোগীকে (প্রথমে) দেন না। অতি কঠিন রোগীকেও, তিনি মধুব উপচারের দ্বাবা চিকিৎসা করিয়া থাকেন।"

আদৌ শাকাদিদানেঽপি নিয়োজয়তি নায়কঃ।
তৎকরোতি ক্রমাৎ পশ্চাত্তৎ স্বমাংসান্যপি ত্যজেৎ॥

ঐ, ৭।২৫।

"মৈত্রীপথের পথিককে তিনি প্রথমে শাকাদি অতি তুচ্ছ বস্তু দান করান, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, অল্প হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক, তুচ্ছ হইতে অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বস্তু দানে অভ্যাস করান; এইভাবে ক্রমে ক্রমে, সেই ব্যক্তি, এমন অবস্থায় পৌছায়, যখন অনায়াসে, প্রসন্নমনেই সে নিজ রক্তমাংসও দান করিতে থাকে।"

যদা শাকেষ্বিব প্রজ্ঞা স্বমাংসেঽপ্যুপজায়তে।
মাংসাস্থি ত্যজতস্তস্য তদা কিং নাম দুষ্করম্॥

ঐ, ৭।২৬।

"এই দানের অভ্যাস যখন পরম প্রকর্ষ-অবস্থায় পৌছায়, নিজের মাংসকেই যখন শাকের মতো তুচ্ছ মনে হয়, মাংসাস্থি ত্যাগ করা কি তখন দুষ্কর।"

এই মৈত্রীর পথে কি দুঃখ আছে।

পুণ্যেন কায়ঃ সুখিতঃ পাণ্ডিত্যেন মনঃ সুখি।
তিষ্ঠন্ পরার্থং সংসারে কৃপালুঃ কেন খিদ্যতে॥

ঐ, ৭।২৮।

"দৈহিক, মানসিক, কোনো দুঃখই ইঁহার থাকে না। পাপ ত্যাগ করায়, দৈহিক দুঃখ ইঁহার দূর হইয়া যায়। জ্ঞান লাভ করায়, ইঁহার মানসিক দুঃখ দূর হয়। পুণ্য ও জ্ঞানের দ্বারা, দৈহিক ও মানসিক, উভয় সুখে সুখী হইয়া, সংসারে যিনি পরার্থে দণ্ডায়মান, সেই দয়ালু ব্যক্তির দুঃখ কোথায়।"

এবং সুখাৎ সুখং গচ্ছন্ কো বিষীদেৎ সচেতনঃ।
বোধিচিত্তরথং প্রাপ্য সর্ব্বখেদশ্রমাপহম্॥

ঐ, ৭।৩০।

এখানে অনন্ত সুখ, অসীম আনন্দ। "সর্বক্লেশ ও শ্রমহারী বোধিচিত্তরথ লাভ করিয়া সুখ হইতে সুখের মধ্যে চলিতে চলিতে, বিষণ্ণ হইবে কে।"

মূর্খ আমি জীবন ব্যর্থ করিলাম।

ন প্রাপ্তং ভগবৎপূজামহোৎসবসুখং ময়া।
ন কৃতা শাসনে কারা দরিদ্রাশা ন পূরিতা॥
ভীতেভ্যো নাভয়ং দত্তমার্তা ন সুখিনঃ কৃতাঃ।
দুঃখায় কেবলং মাতুর্গতোঽস্মি গর্ভশল্যতাম্॥

ঐ, ৭।৩৭।৩৮।

"ভগবৎপূজার মহোৎসবসুখ লাভ হইল না। প্রতিমা, স্তূপ, সদ্ধর্মাদির সেবা হইল না। বিহারাদিতে দান করি নাই। দরিদ্রের আশা পূর্ণ করি নাই। ভীরুকে অভয় দিই নাই। আর্তকে সুখী করি নাই। কেবল দুঃখদানের জন্যই জননীজঠরে কণ্টকরূপে আশ্রয় লইলাম।"

যদা মম পরেষাং চ তুল্যমেব সুখং প্রিয়ম্।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যেনাত্রৈব সুখোদ্যমঃ॥

বোধি, ৮।৯৫। শিক্ষা, ১ম পরি, পৃ, ২।

"আমার নিকট আমার সুখ যেমন প্রিয়, অন্যের নিকটেও তাহার সুখ তেমনি প্রিয়; অতএব অন্য হইতে আমার প্রভেদ কোথায়,—যাহাতে আমি কেবল আমার সুখের জন্যই চেষ্টা করিব[১]।"

১ প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি বৈ তথা।

মহাভারত, অনুশাসন, ১১৫।২১।

"আমার নিকট আমার প্রাণ যেমন প্রিয়, অন্য প্রাণিগণের নিকটেও তাহাদের প্রাণ তেমনি প্রিয়।"

নাত্মনোঽস্তি প্রিয়তরঃ পৃথিবীমনুসৃত্য হ।
তস্মাৎ প্রাণিষু সর্বেষু দয়াবানাত্মবান্ ভবেৎ॥

মহা, অনু, ১১৬।৩১-৩২।

"পৃথিবীতে, সকলের নিকটেই, আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর আর কিছু নাই। অতএব আত্ম-বান্ ব্যক্তি সমুদয় প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান্ হইবে।"

তুলনীয়—সব্বা দিসা অনুপরিগম্ম চেতসা
নেব 'জ্ঝগা পিয়তরম্ অত্তনা ক্বচি।
এবং পিয়ো পুথু অত্তা পরেসং
তস্মা ন হিংসে পরম্ অত্থকামো॥

বিসুদ্ধিমগ্গ, ৯।১।

যদা মম পরেষাং চ ভয়ং দুঃখং চ ন প্রিয়ম্।
তদাত্মনঃ কো বিশেষো যত্তং রক্ষামি নেতরম্ ॥
ঐ, ৮।৯৬। শিক্ষা, ১ম পরি, পৃঃ ২।

"আমার যেমন ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অন্যেরও সেইরূপ ভয় ও দুঃখ প্রিয় নহে, অতএব অন্য হইতে আমার প্রভেদ কোথায়—যাহাতে আমি কেবল আমাকেই রক্ষা করিব, অন্যকে রক্ষা করিব না।"

প্রত্যাখ্যানে চ দানে চ সুখদুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
আত্মৌপম্যেন পুরুষঃ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥
মহা, অনু, ১১৩।৯।

"যাচককে দান বা প্রত্যাখ্যান করা, কাহাকেও সুখী বা অসুখী করা, কাহারও প্রিয় বা অপ্রিয় কার্য করা—এই সমস্ত ব্যাপারে মানুষের উচিত, নিজেকে সেই যাচকাদির স্থলাভিষিক্ত করিয়া দেখা—তাহা হইলেই, এ বিষয়ে (যথার্থ) কর্তব্যনির্ধারণের উপায় মিলিবে।"

জীবিতুং যঃ স্বয়ং চেচ্ছেৎ কথং সোন্যং প্রঘাতয়েৎ।
যদ্ যদাত্মনি চেচ্ছেত তৎ পরস্যাপি চিন্তয়েৎ ॥
মহা, শান্তি, ২৫৮।২১।

"যে নিজে বাঁচিতে ইচ্ছা করে, সে কেমন করিয়া অন্যকে হত্যা করে (বা করায়)। নিজের জন্য যাহা ইচ্ছা করো—পরের জন্য তাহাই চিন্তা করো।"

সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বেসং জীবিতং পিয়ং।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ॥
ধম্মপদ, ১০।২।

তদ্দুঃখেন ন মে বাধেত্যতো যদি ন রক্ষ্যতে।
নাগামিকায়দুঃখান্মে বাধা তৎ কেন রক্ষ্যতে ॥

ঐ, ৮।৯৭। শিক্ষা, পরি, ১৯, পৃ, ৩৫৮।

"যদি বলো, 'অন্যের দুঃখ আমাকে পীড়া দেয় না, সেইজন্য আমি অন্যকে রক্ষা করি না', তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, পরলোকের (আগামী জন্মের) দেহের দুঃখ তো তোমাকে পীড়া দেয় না—তথাপি সেই দুঃখ যাহাতে না হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করো কেন।"

অহমেব তদাপীতি মিথ্যেয়ং পরিকল্পনা।
অন্য এব মৃতো যস্মাদন্য এব প্রজায়তে ॥

ঐ, ৮।৯৮। শিক্ষা, পরি, ১৯, পৃ, ৩৫৮।

"যদি বলো, 'এই আমিই পরলোকে যাইব', তাহার উত্তর এই যে, উহা তোমার মিথ্যা কল্পনা। আত্মাদি একই কোনো বস্তু পরলোক-গামী হয় না। [বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ন্যায়, অগ্নি হইতে উৎপন্ন

"তুমি যেমন দণ্ডকে ভয় করো, সকলেই সেইরূপ, দণ্ডকে ভয় করে। তোমার জীবন তোমার নিকট যেমন প্রিয়, সকলেরই জীবন তাহাদের নিকট তেমনি প্রিয়। সুতরাং কাহাকেও আঘাত বা হত্যা করিবে না এবং করাইবে না।"

তুলনীয়—যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং।
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে ॥

সুত্তনিপাত, ৩।১১।২৭।

অগ্নির ন্যায়], এই পঞ্চ স্কন্ধ[১] হইতে, না এক, না অন্য, অ-পূর্ব এক পঞ্চ-স্কন্ধ (পরলোকে) উৎপন্ন হয়।”

যদি যস্যৈব যদ্দুঃখং রক্ষ্যং তস্যৈব তন্মতম্।
পাদদুঃখং ন হস্তস্য কস্মাত্তত্তেন রক্ষ্যতে॥

ঐ, ৮।৯৯।

“যাহার দুঃখ, সেই তাহা দূর করিবে, একের দুঃখ অন্যে দূর করিবে না—যদি ইহাই তোমার মত হয়, তবে চরণে আঘাত হইবার উপক্রম হইলে, হস্ত কেন তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়। (চরণের দুঃখ তো হস্তের দুঃখ নহে)”

১ পঞ্চস্কন্ধ ;—বৌদ্ধগণ আত্মা মানেন না, পঞ্চস্কন্ধ ভিন্ন অন্য কোনো পদার্থই তাঁহারা মানেন না। এই পঞ্চস্কন্ধ হইতেছে—(১) রূপ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা, (৪) সংস্কার, ও (৫) বিজ্ঞান।

রূপ হইতেছে—আমাদের দেহ, তথা চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তরুলতা, তৃণপুষ্প ইত্যাদির সমষ্টি সমস্ত বাহ্য জগৎ।

বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান, এই চারিটি বিষয় লইয়া অন্তর্জগৎ গঠিত হইয়াছে*। ইহা ব্যতীত আত্মা বলিয়া আর কোনো বস্তু নাই।

বেদনা হইতেছে—সুখদুঃখাদির অনুভূতি, ইউরোপীয় মনস্তত্ত্ব যাহাকে feelings বলে।

সংজ্ঞা, অর্থাৎ বোধ বা প্রতীতি ; ইউরোপীয় দর্শন যাহাকে perception or ideation বলে।

* এই চারিটি বিষয়কে, বৌদ্ধগণ, ‘নাম’, এই সংজ্ঞা দিয়াছেন। সুতরাং, নাম রূপ, বা ‘নামরূপ’, বলিলে অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ বিশিষ্ট সমস্ত বিশ্বজগৎ বুঝিতে হইবে।

অযুক্তমপি চেদেতদহঙ্কারাৎ প্রবর্ত্ততে।
যদযুক্তং নিবর্ত্ত্যং তৎ স্বমন্যচ্চ যথাবলম্॥
ঐ, ৮।১০০। শিক্ষা, পরি, ১৯, পৃ, ৩৬০।

"শরীরে আত্মা বলিয়া কোনো বস্তু নাই—তাহা জানা সত্ত্বেও যদি 'শরীরে আমি রহিয়াছি'—'শরীব আমার', এইরূপ মিথ্যা অহংকার-বশত উহা হয়—তবে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। যাহা যুক্তিযুক্ত নহে, সেই

আর সংস্কার বলিতে, এখানে, বেদনা ও সংজ্ঞা ব্যতী-, অন্তর্জগতের সংকল্পাদি অন্য সমস্ত বৃত্তিকে [volitions and other faculties] বোঝায়।

বিজ্ঞান—অর্থাৎ চেতনা, বা চৈতন্য; যাহাকে ইউরোপীয় দর্শন, General consciousness বলে।

এই চেতনাকেও, বৌদ্ধগণ, নিত্য বলিয়া মানেন না; যদি মানিতেন, তবে উহা, এবং বেদান্ত, বা সাংখ্যেব আত্মার মধ্যে, বিশেষ কোনও প্রভেদ রহিত না।

বৌদ্ধগণ এই চেতনাকে ক্ষণিক বলিয়া মানেন, অর্থাৎ, তাঁহাদের মতে, ইহা ক্ষণে ক্ষণে উৎপন্ন, এবং ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত হয়। এই মুহূর্তের চেতনা, এবং ইহার পর মুহূর্তেব চেতনা, এক নহে। আবার উহা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহাও নহে। একের নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই (তাহা হইতে) অন্যের উৎপত্তি হইতেছে। ইহা এত দ্রুত হইতেছে, যে, ইহাদেব মধ্যে যে-ব্যবধান বা ফাঁক রহিয়াছে, তাহা ধরিবার উপায় নাই। প্রদীপেব শিখার সঙ্গে, ইহার তুলনা দেওয়া হইয়াছে। প্রতি মুহূর্তে উহা উৎপন্ন হইলেও, এত সত্বর উহা হইতেছে, যে, উহাকে এক অবিচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া মনে হইতেছে।

আত্মা মানেন না বলিয়া, বৌদ্ধগণকে কেহ যেন জড়বাদী বলিয়া ভ্রম না করেন। বৌদ্ধগণ, যেমন আত্মা মানেন না, সেইরূপ জড়

মিথ্যা অহংকার, বা অহংভাব হইতে তোমার নিবৃত্ত হওয়া উচিত, এবং অন্যকেও যথাসাধ্য নিবৃত্ত করা উচিত।”

সন্তানঃ সমুদায়শ্চ পংক্তিসেনাদিবন্ মৃষা।
যস্য দুঃখং স নাস্ত্যস্মাৎ কস্য তৎ স্বং ভবিষ্যতি॥

ঐ, ৮।১০১। শিক্ষা, ১৯প, পৃ, ৩৫৯।

“যদি বলো, আত্মা না থাকিলেও, একটি ধারা, বা প্রবাহ (সন্তান) রহিয়াছে, এবং করচরণাদি প্রতি অঙ্গ ভিন্ন হইলেও, তাহাদের সমষ্টিগত ঐক্য (সমুদায়) রহিয়াছে; উহার জন্যই এক অঙ্গে আঘাতের উপক্রম হইলে, অন্য অঙ্গ তাহাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হয়; এবং পরলোকের (আগামী জন্মের) দুঃখের সম্ভাবনা, ইহলোকে দূর করিবার চেষ্টা হয়।

“ইহার উত্তর এই যে, ধারা, প্রবাহ বা সমষ্টিগত ঐক্য (সমুদায়) বলিয়া এক বস্তু কিছু নাই। উহা পংক্তি বা সেনার[১] মতো ব্যবহারিক এক সংজ্ঞামাত্র, বাস্তবিক উহার কোনো অস্তিত্ব নাই।

কোনো দ্রব্যও তাঁহারা মানেন না। তাঁহাদের বাহ্য জগৎ, বৈশেষিক বা নৈয়ায়িকের বাহ্য জগতের মতো জড় নহে।

Sense-data (ইন্দ্রিয়ার্থ) ভিন্ন, Material Substance বলিয়া কোনো জড়দ্রব্যের অস্তিত্ব বৌদ্ধগণ মানেন না।* এ বিষয়ে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত বরং বর্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বৌদ্ধদের মতে বাহ্য জগৎ, একটা রূপসমষ্টি মাত্র; a group of sense-presentation.

১ পংক্তি বা সেনা:—দূর হইতে কোনো পংক্তি বা সেনা দেখিলে মনে হয়, যেন উহার মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নাই। উহা যেন পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তো তাহা নহে।

* এ বিষয়ে সর্বাস্তিবাদীদের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন।

"সুতরাং যখন, আত্মা, বা দেহী, বা ধারা, বা সমষ্টিগত ঐক্য বলিয়া কিছু নাই—তখন 'ইহা আমার দুঃখ', 'উহা তাহার দুঃখ' এইরূপ বলা যায় না। যাহার দুঃখ অনুমান করা হইতেছে, সে-ই যখন নাই—তখন উহা কাহার দুঃখ বলিয়া গণ্য হইবে।"

অস্বামিকানি দুঃখানি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ।
দুঃখত্বাদেব বার্যাণি নিয়মস্তত্র কিংকৃতঃ॥
ঐ, ৮।১০২।

"সংসারে দুঃখ আছে—কিন্তু কোনো দুঃখেরই কোথাও কোনো মালিক নাই[১]। 'আমার', 'তোমার', অনর্থক এই মিথ্যা সীমা সৃষ্টি করিতে চাও কেন। দুঃখ, দুঃখ বলিয়াই নিবারণীয়, 'আমার' বা 'তোমার' বলিয়া নহে।"

পংক্তি বা সেনার প্রত্যেকটি প্রাণী, যাহাদের লইয়া পংক্তি বা সেনা গঠিত হইয়াছে, তাহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র, এক হইতে অন্য ভিন্ন, এবং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে। অথচ, এই ভিন্ন, স্বতন্ত্র, পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানযুক্ত, প্রাণিসমষ্টির, পংক্তি, সেনা ইত্যাদি ব্যবহারিক সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। আসলে, পংক্তি বা সেনার কোনো অস্তিত্ব নাই।

[শূন্যবাদী গ্রন্থকার এখানে সন্তানাদি অন্য বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে-ছেন।]

১ দুক্খমেব হি ন কোচি দুক্খিতো
কারকো ন কিরিয়া চ বিজ্জতি।
অত্থি নিব্বুতি ন নিব্বুতো পুমা
মগ্গমত্থি গমকো ন বিজ্জতি॥
বিসুদ্ধিমগ্গ, ইন্দ্রিয়সচ্চনিদ্দেস॥

"দুঃখই রহিয়াছে, দুঃখী কেহ নাই, ক্রিয়া রহিয়াছে কারক নাই। নির্বাণ আছে, নির্বৃত পুরুষ নাই, পথ রহিয়াছে, পথিক নাই।"

দুঃখং কস্মান্নিবার্যং চেৎ সর্বেষামবিবাদতঃ।
বার্যং চেৎ সর্বমপ্যেবং ন চেদাত্মনি সর্ববৎ॥

ঐ, ৮।১০৩।

"যখন আত্মা বা দুঃখী বলিয়া কেহ নাই, তখন দুঃখ নিবারণ করিবার প্রয়োজন কী।"

"ইহার উত্তর এই যে, সংসারে সকলেই দুঃখ নিবারণ করিতে চায়, দুঃখ নিবারণ করিতে চায় না—এমন কেহই নাই। দুঃখ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সংসারে দ্বিমত নাই। সুতরাং দুঃখ নিবারণীয়, ইহা স্থির। আবার দুঃখ যখন নিবারণীয়, তখন সংসারের সকল দুঃখই নিবারণীয়।

"আত্মা বা দুঃখী নাই, এই যুক্তিতে, যদি তুমি জগতের সর্ব দুঃখ নিবারণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করো,—তবে ঐ যুক্তিতেই পঞ্চস্কন্ধ-বিশিষ্ট (তথাকথিত) তোমার অস্তিত্বের দুঃখ নিবারণের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করিতে হয়।"

হস্তাদিভেদেন বহুপ্রকারঃ কায়ো যথৈকঃ পরিপালনীয়ঃ।
তথা জগদ্ভিন্নমভিন্নদুঃখসুখাত্মকং সর্ব্বমিদং তথৈব॥

ঐ, ৮।৯১।

"করচরণমস্তকাদি নানা অঙ্গ, যেমন তুমি এক মনে করিয়া পালন করো, সমস্ত জীবজগৎকেও সেইরূপ এক মনে করিয়া পালন করিতে হইবে। করচরণমস্তকাদির সুখদুঃখ, যেমন তোমার নিকট ভিন্ন নহে—এক, সমস্ত জগতের সুখদুঃখও সেইরূপ ভিন্ন নহে—এক।

"বিভিন্ন হইলেও করচরণাদির সুখদুঃখ, যেমন তোমার নিকট

অভ্যাসবশত এক হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ, বিভিন্ন হইলেও, সমস্ত জগতের সুখদুঃখ তোমার নিকট অভ্যাসবশত এক হইয়া যাইবে।"

কৃপয়া বহুদুঃখং চেৎ কস্মাদুৎপদ্যতে বলাৎ।
জগদ্দুঃখং নিরূপ্যেদং কৃপাদুঃখং কথং বহু ॥

ঐ, ৮।১০৪। শিক্ষা, ১৯ পঃ, পৃ ৩৬০।

"প্রশ্ন উঠিতে পারে, 'মানুষের মধ্যে করুণা উৎপন্ন হইলেই তাহার দুঃখ বর্ধিত হয়। সুতরাং যখন দেখা যাইতেছে, করুণাই বহু দুঃখ সৃষ্টি করে, তখন চেষ্টা করিয়া করুণা উৎপন্ন করো কেন।'

"ইহার উত্তর এই যে, জগতে দুঃখের অন্ত নাই। নানা দুঃখের আবাসভূমি জগতের দুঃখসমূহের বিষয় চিন্তা করিলে, করুণাজনিত দুঃখকে, কখনও অধিক বলিয়া মনে হইবে না।"

বহূনামেকদুঃখেন যদি দুঃখং বিগচ্ছতি।
উৎপাদ্যমেব তদ্দুঃখং সদয়েন পরাত্মনোঃ ॥

ঐ, ৮।১০৫।

"তদ্ভিন্ন, একের দুঃখ সৃষ্টির দ্বারা যদি বহুর দুঃখ দূর করা যায়, তবে সেই দুঃখ সৃষ্টি করাই যুক্তিযুক্ত। দয়ালু ব্যক্তির নিজের মধ্যে, এবং পরের মধ্যেও, এইরূপ দুঃখ সৃষ্টি করা উচিত।"

অতঃ সুপুষ্পচন্দ্রেণ জানতাপি নৃপাপদম্।
আত্মদুঃখং ন নিহতং বহূনাং দুঃখিনাং ব্যয়াৎ ॥

ঐ, ৮।১০৬।

"সেইজন্য, বোধিসত্ত্ব সুপুষ্পচন্দ্র[১], রাজা হইতে তাঁহার বিপদ হইবে, ইহা স্থির জানিয়াও, নিজের দুঃখ সৃষ্টির দ্বারা বহু দুঃখীর দুঃখ দূর করিয়াছিলেন। বহু দুঃখীর দুঃখের বিনিময়ে, তিনি তাঁহার একার দুঃখ পরিহারের চেষ্টা করেন নাই।"

---

১ সুপুষ্পচন্দ্রের ইতিহাস :—শূরদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। রত্নাবতী নগরী ছিল তাঁহার রাজধানী। তাঁহার রাজ্যের অধিবাসিগণ কুপথগামী—তাই বহু বোধিসত্ত্ব তাহাদের উদ্ধারের জন্য জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু রাজাদেশে তাঁহারা নির্বাসিত হন। সেই নির্বাসিত বোধিসত্ত্বগণ 'সমন্তভদ্র' নামে এক বনে বাস করিতেন। তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন সুপুষ্পচন্দ্র। তিনি এই কুমার্গগামীদের দুঃখে অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সংকল্প করিলেন—"আমি ইহাদিগকে কল্যাণমার্গে প্রতিষ্ঠিত করিব।" তিনি তাঁহার সেই সংকল্পের কথা অন্য বোধিসত্ত্বদের বলিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে ঐ বিপদের মধ্যে যাইতে নিষেধ করিলেন। সুপুষ্পচন্দ্র নিজেও তাঁহার বিপদের বিষয় উত্তমরূপেই জানিতেন। তথাপি তিনি সেই বনভূমি হইতে নির্গত হইয়া, ধর্মপ্রচার করিতে করিতে, রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। সেই নগরীর বহুব্যক্তিকে তিনি সৎপথে আনিতে সমর্থ হইলেন। রাজপুরোহিত, এমন কি রাজপুত্র পর্যন্ত, তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলেন।

রাজা যখন দেখিলেন—রাজ্যের সমস্ত অধিবাসী সেই বোধিসত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তখন তিনি ঈর্ষান্বিত ও অত্যন্ত কুপিত হইয়া, বোধিসত্ত্বের বধের আদেশ দিলেন।

ঘাতক রাজার আদেশ মতো, অস্ত্রের দ্বারা একে একে বোধিসত্ত্বের হস্তপদাদি অঙ্গ ছিন্ন, এবং সংদংশিকার (সাঁড়াশীর) দ্বারা চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া, তাঁহাকে নিহত করিল। তাঁহার মৃতদেহ পরিশেষে রাজপথে নিক্ষিপ্ত হইল।

"যাঁহারা কৃপাবান, পরদুঃখে দুঃখী, অনন্ত দুঃখও তাঁহাদিগকে দুঃখ দিতে পারে না[১]। পরের জন্য তাঁহারা নিজের সুখ, নিজের সর্বস্ব, নিজের প্রাণ পর্যন্ত অনায়াসে পরিত্যাগ করেন[২]। কোনো ফলের প্রত্যাশা করিয়া তাঁহারা ইহা করেন না। দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য, স্বর্গ, এমন কি মোক্ষ পর্যন্ত তাঁহারা বিসর্জন দেন।

১ ন খলু জিনসুতানাং বাধকং দুঃখমুগ্রং
নরকভবনবাসৈঃ সত্ত্বহেতোঃ কথংচিৎ।
মহাযানসূত্রালংকার, ১৩।১৪।

"অতি তীব্র দুঃখও বোধিসত্ত্বগণকে দুঃখ দিতে পারে না। জীবগণের জন্য, বার বার নরকবাসেও তাঁহাদের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না।"

সুখেন দুঃখেন চ মোদতে সদা। মহাযান, ৪।২২।

"বোধিসত্ত্বের সুখেও আনন্দ, দুঃখেও আনন্দ। সততই তিনি আনন্দে মগ্ন থাকেন।"

দুঃখাপহো দুঃখকরো ন চৈব দুঃখাধিবাসো ন চ দুঃখভীতঃ।
দুঃখাদ্বিমুক্তো ন চ দুঃখকল্পো দুঃখাভ্যুপেতঃ খলু বোধিসত্ত্বঃ॥
মহাযান, ১৯।৬৮।

"তিনি (বোধিসত্ত্ব) কাহাকেও দুঃখ দেন না। সকলের সকল দুঃখ দূর করেন। দুঃখের মধ্যেই তিনি বাস করেন, কিন্তু দুঃখকে ভয় করেন না। দুঃখের মধ্যে বাস করিলেও (বাসনামুক্ত বলিয়া) তিনি দুঃখ হইতে মুক্ত। কল্পনাতেও তাঁহার দুঃখ নাই। অথচ দুঃখকেই তিনি বরণ করিয়া লইয়াছেন।"

২ যদর্থমিচ্ছন্তি ধনানি দেহিনস্তদেব ধীরা বিসৃজন্তি দেহিষু।
শরীরহেতোর্ধনমিষ্যতে জনৈস্তদেব ধীরৈঃ শতশো বিসৃজ্যতে॥
মহাযান, ১৬।৫৮।

এবমাকাশনিষ্ঠস্য সত্ত্বধাতোরনেকধা।
ভবেয়মুপজীব্যোঽহং যাবৎ সর্বে ন নির্বৃতাঃ॥

"অনন্ত আকাশে যত জীবলোক আছে, সেই জীবলোকসমূহে যত জীব আছে—যতদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত জীব মুক্তিলাভ না করে—ততদিন পর্যন্ত, এইভাবে, আমি তাহাদের সেবা করিব।"

পরান্তকোটিং স্থাস্যামি সত্ত্বস্যৈকস্য কারণাৎ।
শিক্ষা, ১ম পরি, পৃ, ১৪।

"একটি প্রাণীর জন্যও সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত এই জগতে অবস্থান করিব।"

কোথা হইতে তাঁহারা এই শক্তি পান। তাঁহাদের এই অপূর্ব শক্তির উৎস কোথায়। কোন্ ধনে ধনী হইয়া তাঁহারা মোক্ষ পর্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করেন।

সে-রহস্য তাঁহারা নিজেরাই উদ্ঘাটন করিয়া গিয়াছেন—

মুচ্যমানেষু সত্ত্বেষু যে তে প্রামোদ্যসাগরাঃ।
তৈরেব ননু পর্যাপ্তং মোক্ষেণারসিকেন কিম্॥
বোধি, ৮।১০৮। শিক্ষা, পরি,১৯, পৃ, ৩৬০।

তাঁহাদের এই অপূর্ব সেবার দ্বারা, "জীবগণ যখন দুঃখবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে থাকে, তখন তাঁহাদের প্রাণে, যে-তৃপ্তি,—যে-শান্তি,—যে-

"যাহার জন্য মানুষ ধন আকাঙ্ক্ষা করে, বোধিসত্ত্বগণ তাহাই সকলকে দান করেন। দেহরক্ষার জন্যই লোকে ধন আকাঙ্ক্ষা করে, অথচ সেই দেহই তাঁহারা শত শত বার (পরের জন্য) বিসর্জন দেন।"

আনন্দসাগরের সৃষ্টি হয়,[১]—তাহাই তাঁহাদের নিকট পর্যাপ্ত; রসহীন শুষ্ক মোক্ষে তাঁহাদের কী প্রয়োজন।"

জীবসেবার এই আনন্দ—এই অমৃতরসই তাঁহাদের ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রম, ক্লান্তি, বিষাদ, মোহ, সমস্ত দূর করে।

অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস উপবাসখিন্ন রন্তিদেবের দেহ, ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় যখন কম্পমান, চক্ষের দৃষ্টি যখন ম্লান, প্রাণ যখন বহির্গামী, তখন নিজ পানীয় জল তৃষ্ণার্তকে দান করিয়া, সেই আনন্দ, সেই অমৃতরসের আস্বাদ পাইয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন :—

ক্ষুত্তৃট্ শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্ মে॥

ভাগবত, ৯।২১।১৩।

"আমার ক্ষুধা দূর হইল, তৃষ্ণা দূর হইল, শ্রম দূর হইল, দৈন্য দূর হইল, জীবনাকাঙ্ক্ষী আতুর জীবকে জলদান করিয়া, দেহের কম্প, ক্লান্তি, বিষাদ, মোহ, শোক, সমস্ত একেবারে দূর হইয়া গেল।"

---

১ শরীরমেবোৎসৃজতো ন দুঃখ্যতে যদা মনঃ কা দ্রবিণেহবরে কথা।
তদস্য লোকোত্তরমেতি যন্মুদং স তেন তত্তস্য তদুত্তরং তৎ॥

মহাযান, ১৬।৫৯।

"দেহদান করিয়াও তাঁহার দুঃখ হয় না, ধনদানের কথা কী। ইহা সত্যই অলৌকিক। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও অলৌকিক হইতেছে, সেই আনন্দ, যাহা তিনি সেই (বলিদানের) দুঃখের দ্বারা লাভ করিয়া থাকেন।"

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজামন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥
ভাগবত, ৯।২১।১২।

"আমি স্বর্গ চাহি না, মুক্তি চাহি না। অণিমাদি অষ্ট-ঋদ্ধিযুক্ত কোনোরূপ উচ্চপদ, বা শ্রেষ্ঠ লোকও আমি চাহি না।

"জগতের সমস্তজীবের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশকেই আমি বরণ করিতে চাই।

"যতদিন পর্যন্ত জগতের শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে—ততদিন পর্যন্ত, বার বার এই বিশ্বে জন্ম গ্রহণ করিতে চাই। এইভাবে, বার বার, সকলের দুঃখ স্বয়ং স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া, সকলকে সুখী করিতে চাই[১]।"

১ রন্তিদেবের ইতিহাস:—রন্তিদেব অতুল ঐশ্বর্যশালী হইয়াও, দীন দরিদ্র ক্ষুধার্তদের দান করিতে করিতে নিঃস্ব হইয়া গেলেন। অবশেষে তাঁহার অবস্থা এমন হইল যে, তাঁহার নিজেরই আহার্য মিলে না। আত্মীয়স্বজন সমেত তখন তাঁহার উপবাস আরম্ভ হইল। এইরূপে অষ্টচত্বারিংশৎ দিবস নিরম্বু উপবাসে অতিবাহিত হইল। পরদিন প্রাতে, ঘৃত ও দুগ্ধের দ্বারা প্রস্তুত একপ্রকার পিষ্টক ও জল মিলিল। আত্মীয়স্বজনসহ ক্ষুধা ও পিপাসায় কম্পিত-কলেবর রাজা রন্তিদেব যখন তাহা গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, তখন এক অতিথি ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সর্বত্র ভগবান হরি বিরাজমান—এই জ্ঞানে, তিনি অতি সম্মানের সহিত সেই ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেন। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, আসিলেন এক শূদ্র। রাজা অবশিষ্ট খাদ্য হইতে তাঁহাকেও ভোজন করাইলেন। শূদ্র চলিয়া

গেলে, আসিলেন কুক্কুর পরিবৃত চণ্ডাল। রাজা অতি সম্মানসহকারে চণ্ডাল ও কুক্কুরগণকে ভোজন করাইলেন। জীবরূপী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাদের প্রণাম করিলেন। চণ্ডাল চলিয়া গেলেন। কোনো আহার্যই তখন অবশিষ্ট নাই। একজনের পানোপযোগী পানীয় জল মাত্র রহিয়াছে। সহসা গৃহে এক পুক্কশের (চণ্ডাল হইতে নিকৃষ্ট এক জাতি) আগমন হইল। "তৃষ্ণার্ত আমি, মহারাজ, অপবিত্র হতভাগ্যকে জল দাও", অতি ক্লান্ত পুক্কশের এই করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজা রন্তিদেবের কণ্ঠ হইতে এই অমৃতময় মধুর বাণী স্ফুরিত হইল :—

"আমি স্বর্গ চাহি না, মুক্তি চাহি না। অণিমাদি অষ্ট-ঋদ্ধিযুক্ত কোনোরূপ উচ্চ পদ, বা শ্রেষ্ঠ লোকও আমি চাহি না। জগতের সমস্ত জীবের দুঃখ, দৈন্য, ক্লেশকেই আমি বরণ করিতে চাই। যতদিন পর্যন্ত শেষ জীবটি মুক্তিলাভ না করে, ততদিন পর্যন্ত বার বার এই বিশ্বে জন্মগ্রহণ করিতে চাই। এইভাবে, বার বার, সকলের দুঃখ স্বয়ং স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইয়া, সকলকে সুখী করিতে চাই।

"আমার ক্ষুধা দূর হইল, তৃষ্ণা দূর হইল, শ্রম দূর হইল, দৈন্য দূর হইল। জীবনাকাঙ্ক্ষী আতুর জীবকে জলদান করিয়া, দেহের কম্প, ক্লান্তি, বিষাদ, মোহ, শোক, সমস্ত একেবারে দূর হইয়া গেল।"

সংস্কৃতাংশের সূচী

অ

ত

দ

ধ

ন

প

সংশোধন ও সংযোজন

পৃ, ৩, প্রথম শ্লোকের ভাষ্য ঃ—'সদ্যজাত' স্থলে 'সদ্যোজাত' হইবে।

পৃ, ৪১, দ্বিতীয় শ্লোকের ভাষ্য, প্রথম বাক্যের পর যোজনীয় ঃ—"সংবেগ ধ্বংস করে।" [জন্ম, জরা, ব্যাধি মরণাদি অষ্ট প্রকার দুঃখের নিদান বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে যে-ধর্মভাব এবং ধর্ম-তৎপরতা উৎপন্ন হয় তাহার নাম 'সংবেগ'। (সংবেগ = ১। বৈরাগ্য ২। পারমার্থিক অভীষ্ট সিদ্ধির উপায়ানুষ্ঠানে ক্ষিপ্রতা ৩। বিষয়ে অনাসক্তি ও ধর্মতৎপরতা। বিষয়াসক্তি হইতে উদ্ধার লাভ করিবার জন্য এবং ধর্মসাধনের জন্য উদ্বেগ ও ত্বরা। পাতঞ্জলদর্শন, ১।২১ দ্রষ্টব্য)]

পৃ, ৫৭, পাদটীকা ১ ঃ—'ইন্দিয' স্থলে 'ইন্দ্রিয়' হইবে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

নৈরাত্ম্যপরিপৃচ্ছা

আচার্য অশ্বঘোষকৃত। সংস্কৃত, তিব্বতী অনুবাদ ও ইংরেজী ভূমিকাসহ সম্পাদিত। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইত না। সুতরাং উহা লুপ্ত হইয়াছে, এই ধারণায় গ্রন্থকার উহার তিব্বতী অনুবাদ হইতে সংস্কৃত করেন। পরে ঐ গ্রন্থ নেপালে আবিষ্কৃত হয়। দেখা যায়, গ্রন্থকারের অনুবাদ মূল সংস্কৃতের সঙ্গে প্রায় অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। মূলগ্রন্থ লুপ্ত হইলেও তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে পুনরায় তাহার উদ্ধার সম্ভব— বিশেষ করিয়া ইহা দেখাইবার জন্যই, মূলসংস্কৃত, গ্রন্থকারের সংস্কৃত ও তিব্বতী অনুবাদসহ এই গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। পরলোকগত অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi) ইহার প্রশংসা করেন।

ইহা পাঠ করিলে মহাযানিক অনাত্মবাদ সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান লাভ হইবে।

ত্রিস্বভাবনির্দেশঃ

আচার্য বসুবন্ধুকৃত। মূল সংস্কৃত, তিব্বতী অনুবাদ, ইংরেজী অনুবাদ, সংস্কৃত-তিব্বতী, তিব্বতী-সংস্কৃত শব্দসূচী, ইংরেজী ভূমিকা এবং অন্যান্য যোগাচার দর্শনশাস্ত্র ও মাণ্ডূক্যকারিকা হইতে বহু অনুরূপ পাঠসহ সম্পাদিত। বিশ্বভারতী হইতে প্রকাশিত। মূল্য দশ টাকা।

ইহা অধ্যয়ন করিলে যোগাচার বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান লাভ

হইবে। ইহার সহিত শাঙ্কর বেদান্তের কিরূপ সাদৃশ্য তাহাও জানা যাইবে।

কাশী কুইন্‌স্‌ সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্‌ চ্যান্সলার মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝাঁ, এম, এ, ডি, লিট্‌, লিখিয়াছেন :—* * * "Allow me to congratulate you on the excellent execution of your work. It leaves nothing to be desired. * * * The more we read old works like this, the more becomes our wonder why succeeding scholars should have quarrelled among themselves. This work of Vasubandhu could very well be regarded as a text-book on Vedanta. The older people knew this of old and hence called the **मायावाद 'प्रच्छन्नबौद्ध'**."

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পণ্ডিত সুখলালজী লিখিয়াছেন—"There is no doubt that though small, the treatise of Vasubandhu will be greatly useful. It throws much light on the mutual resemblance as well as on the history of Buddhist and Upanishadic philosophies. Its editing is also very competent. It attracts the attention of great scholars by its various useful appendixes." * * * [হিন্দি পত্রের ইংরেজী অনুবাদ।]

সনাতনধর্ম

হিন্দুধর্ম ও সমাজসংস্কার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য দুই আনা মাত্র।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক

ইহা পাঠ করিলে হিন্দুর প্রাচীন সমাজব্যবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানা যাইবে। বেদ, উপনিষদ্, গীতা, ধর্মসূত্র, স্মৃতি ও পুবাণাদি ধর্মশাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ ও দৃষ্টান্তাদি সহ হিন্দুর সমাজব্যবস্থা যে সাম্য ও উদাবনীতিব উপব প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা দেখানো হইয়াছে।

প্রবাসী ইত্যাদি পত্রিকা কর্তৃক প্রশংসিত।

রবীন্দ্রনাথ বলেন—"তোমার রচিত "সনাতনধর্ম" পুস্তিকাখানি পাঠ করে, আমি বিশেষ পরিতৃপ্তি বোধ করেছি। এই গ্রন্থে শাস্ত্র-গবেষণা ও লোকহিতৈষণা মিশ্রিত হয়ে আমাদের সমাজের পক্ষে সেটা মূল্যবান হয়েছে। লোকপ্রচলিত সংস্কার, যুক্তিবিরুদ্ধ এমন কি শাস্ত্রবিরুদ্ধ হোলেও তাকে উন্মূলিত করা অতি দুঃসাধ্য। কিন্তু ফললাভের প্রত্যাশা ত্যাগ করেও কর্তব্যপালনেব উপদেশ আমাদেব শাস্ত্রে আছে, তোমাব সেই সাধনায আমাব সর্বান্তঃকবণের আশীর্বাদ। স্বাস্থ্যকে রক্ষা করার চেয়েও রোগকে দূর কবা দুরূহ। দেশ আপন পুবাতন অকল্যাণগুলিকে তীব্র স্নেহের সঙ্গে আপন কলেবরে পোষণ করে, প্রতিদিন তার শাস্তিভোগ কবেও তাব প্রতিকারচেষ্টাকে ক্রোধের সঙ্গে নিরস্ত কবাব জন্য দণ্ডহাতে উদ্যত হয়, এইজন্যই তোমার অধ্যবসায়কে আমি ধন্য বলি।"

Maitri-Sadhana or The Path Of Universal Love. Translated into English from the original Bengali by Sj. Gurdial Mullik. To be published shortly.